গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৯ বর্ষ ১১ সংখ্যা ২১ - ২৭ অক্টোবর ২০১৬ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.in আট পাতা মূল্য ঃ ২ টাকা

শুধু আইন পাশ করিয়ে হবে না

মুসলিম সমাজে প্রচলিত মধ্যযুগীয় তালাক প্রথা বিলোপ নিয়ে দেশে বিতর্ক শুরু হয়েছে। এই বিতর্কে মুসলিম ধর্মগুরুরা ধর্মের সম্পর্ক টেনে আনছেন, যা ঠিক নয়। তাঁরা কি জানেন না যে, ইসলাম ধর্মাবলম্বী রাষ্ট্রগুলির অনেকেই এই প্রথা বাতিল করেছে। তারা এ কাজ করল কী ভাবে!

পরিবারের অমতে ঘরের কন্যা ভিন্ন জাতের পুরুষকে ভালবাসলে ও বিবাহ করতে চাইলে, কন্যার পরিবার বা পিতৃকুল যে কন্যা ও তার ভালবাসার পাত্রকে নৃশংসভাবে হত্যা করতে পারে এবং এর নামকরণ হতে পারে 'অনার কিলিং' অর্থাৎ সম্মান রক্ষার্থে হত্যা— এই ঘটনা প্রচার পাওয়ার পর ভারতবাসী, বিশেষত দেশের শুভবুদ্ধির মানুষজন নড়ে চড়ে বসেছিলেন। মিডিয়ায় বিতর্ক শুরু হয়েছিল। আধুনিক ভারতবর্ষে ধর্মীয় সংখ্যাগুরু হিন্দু সমাজের মধ্যে এমন বর্বর প্রথা চালু থাকতে পারে এ কথা জেনে অনেকেই বিস্মিত ও মর্মাহত হয়েছেন, কিন্তু অনার কিলিং বন্ধ করা হয়নি।

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি

কারণ জাতিবিদ্বেষে দীর্ণ হিন্দু সমাজ এ নিয়ে গর্জে ওঠেনি, তুমুল সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টি হয়নি। 'ধর্মনিরপেক্ষ' কংগ্রেস বা হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী বিজেপি কোনও রাজনৈতিক দলই এ নিয়ে মাথা ঘামায়নি, ঘামাতে চায়নি।

এই পটভূমিতেই মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে প্রচলিত 'তিন তালাক' প্রথা বাতিলের প্রশ্ন উঠেছে, শোরগোলও শুরু হয়েছে। এও এক মধ্যযুগীয় জঘন্য প্রথা, যার সাহায্যে স্বামী ইচ্ছা করলেই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে পারে, সকল দায়দায়িত্ব অস্বীকার করে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে। এর মর্মান্তিক পরিণতির অসংখ্য দৃষ্টান্ত সমাজে ছড়িয়ে আছে। তালাকপ্রাপ্ত নিঃসহায় মুসলিম নারীদের সহায়তা দিতে ছোটবড় নানা সংগঠন কাজও করছে। এই প্রথা সম্পর্কে মুসলিম সমাজের মধ্যেও বিরুদ্ধতা আছে, থাকাই স্বাভাবিক। কোনও সভ্য মানুষ এই প্রথাকে সম্মান করতে পারে না। হিন্দু সমাজে 'অনার কিলিং'-এর সাথে যেমন হিন্দু ধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই, একইভাবে তালাকপ্রথার সাথেও ইসলাম ধর্মের কোনও সম্পর্ক

সাতের পাতায় দেখুন

সস্তা জনপ্রিয়তার লোভে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে রাজ্যকে

বিসর্জনের কার্নিভাল

বরাবর ছিল চারদিন। সপ্তমীতে শুরু, দশমীতে বিজয়া। শুরু করা হল ষষ্ঠীতে প্যান্ডেলের উদ্বোধন। এখন তা এসে গেছে পঞ্চমীতে। কিন্তু সব্বাইকে পিছনে ফেলে মুখ্যমন্ত্রী এবার উদ্বোধন শুরু করে দিলেন একেবারে মহালয়াতেই। ফলে দশমী পর্যন্ত পুজো টানা ১১ দিন। কিন্তু না, দশমীতেও শেষ হল না। মুখ্যমন্ত্রী যদি ষষ্ঠীর পরিবর্তে মহালয়াতে পুজোর উদ্বোধন করেন, তবে শেষটা দশমীতে হলে চলবে কেন? তিনি ঘোষণা করলেন, 'এমনিতে সবার পক্ষে সব ভালো পুজো দেখে ওঠার সুযোগ হয় না। কিন্তু রেড রোডে শোভাযাত্রা হলে এক সঙ্গে সব বড় পুজো দেখার সুযোগ তৈরি হবে।' যেমন কথা তেমন কাজ। সরকারি কর্মী-অফিসাররা হইহই করে নেমে পড়লেন কার্নিভালের আয়োজন করতে। লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন— সরকার তো আছে। যেন সরকারের টাকা জনগণের টাকা নয়! যেন এমন কোনও কথা আছে, সবাইকে সব 'ভালো' এবং 'বড়' পুজো দেখে ফেলতেই হবে। তা না দেখলে যেন জীবনে একটা অপূর্ণতা থেকে যাবে এবং তা পূরণ করার দায়িত্ব সরকারের প্রধান হিসাবে মুখ্যমন্ত্রীর। তবে তো ব্রিগেডে এই কার্নিভাল করে গোটা শহরের মানুষকে জড়ো করা দরকার ছিল। আর গ্রাম বাংলার মানুষ, যাঁদের কেউ কেউ একদিন কলকাতায় এসে সব 'ভালো পুজো' দেখতে পারেননি, একই যুক্তিতে তাঁদের জন্য এই কার্নিভাল গ্রামবাংলা পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া কি দরকার ছিল না। তাঁদের মনোকষ্টে কি মুখ্যমন্ত্রীর মনোকষ্ট নয়!

অতীতে শারদীয়ার পুজো হত ক্লাবের উদ্যোগে বা এলাকার মানুষদের নিয়ে সমিতি গঠন করে। নাগরিকদের চাঁদা থেকেই তার খরচ সংগ্রহ হত। এখন সরকারি দলের নেতারা সকলেই এক একটি পুজো কমিটির সভাপতি বা সম্পাদক, না হয় আড়ালে থাকা মুরুব্বি। পুজো মানেই অমুক দাদার পুজো। সেই পুজো এখন আর এলাকার নাগরিকদের চাঁদার উপর নির্ভর করে হয় না। হবে কী করে? এক একটা পুজোর বাজেট তো কোটিকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এগিয়ে এসেছে কর্পোরেট সংস্থাগুলি। এখন কোনও

ছয়ের পাতায় দেখুন

কেরালায় বিশাল ছাত্র মিছিল

শিক্ষায় ফি-বৃদ্ধি, বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে ৭-৯ অক্টোবর

এ আই ডি এস ও-র কেরালা রাজ্য নবম ছাত্র সম্মেলন উপলক্ষে ৭ অক্টোবর কোল্লামে বিশাল ছাত্রমিছিল

অস্ত্র যখন পণ্য, যুদ্ধ তখন বিজ্ঞাপন

সীমান্তে যুদ্ধের আবহের মধ্যেই অস্ত্র আমদানিতে এখন দুনিয়ার প্রথম সারিতে ভারত। আর তাই ভারতকে ঘিরেই এখন বিশ্ব অস্ত্রবাজারে তীব্র প্রতিযোগিতা। মোদি সরকারের দোরগড়ায় লাইন পড়ে গিয়েছে ফ্রান্স, আমেরিকা, ব্রিটেনের মতো দেশগুলির। ...

দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অভাবের জ্বালা যতই থাক, পাকিস্তানের কাছে তো মাথা নোয়ানো যায় না! তাই বিপুল অঙ্কের অর্থ ব্যয় করে রাফাল চুক্তি নিয়ে চারদিকে উত্তেজনা। গর্বও বটে। দেশবাসী যেন চাইছে, প্রতিশোধের জোয়ারে ভেসে যাক সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর 'পাক' ভূমি। রক্ত ঝরবে। ঝরুক। সহ্যেরও তো ক্ষমতা থাকা চাই। কিন্তু আখেরে লাভটা কার হবে? এপারের, না ওপারের? নাকি অস্ত্র কারবারীদের? সেই ভাবনা চুলোয় যাক। কে না জানে, অস্ত্র যখন 'পণ্য' হয় যুদ্ধ তখন তো 'বিজ্ঞাপন' হয়! যেমন হয়েছে ইরাকে, আফগানিস্তানে, প্যালেস্তাইনে ...। সম্প্রতি সিরিয়ায়। এক সিরিয়াকে কেন্দ্র করে রাশিয়া আবার অস্ত্রবাজারে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। ইরান থেকে শুরু করে আরব দুনিয়ার বহু দেশ এখন রাশিয়ার সুখোই-৩০ যুদ্ধ বিমান কিনতে মরিয়া। তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো তথ্য হল, এই মুহূর্তে বিশ্বের পাঁচ দিনের অস্ত্র কেনার পিছনে যে খরচ হয়, তা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০ বছরের গুটিবসন্ত উচ্ছেদ কর্মসূচির খরচের সমান। বিশ্বে প্রতি এক লক্ষ মানুষের বিপরীতে রয়েছে ৫৫৬ জন সেনা। কিন্তু এই এক লক্ষ মানুষের জন্য ডাক্তার রয়েছে ৮৫ জন। প্রতিটি সেনার জন্য বছরে গড়ে খরচ ২০ হাজার ডলার। অথচ বিশ্বের প্রতিটি স্কুলবয়সী শিশুর পিছনে আমরা খরচ করি মাত্র ৩৮০ ডলার। বিশ্বে তিন সপ্তাহে যে সামরিক খরচ হয়, তা দিয়ে গোটা বিশ্বের মানুষের সারা বছরের খাবার জল জোগান দেওয়া যেত। আর এর ফলে গোটা মানবসমাজের রোগ অর্ধেক কমে যেত। গোটা দুনিয়ায় বছরে রোগ ও ক্ষুধায় মারা যায় এক কোটি শিশু। অথচ, আমরা এক মিনিটে অস্ত্রের পিছনে খরচ করছি ৬৫ লক্ষ ডলার। বাস্তব তথ্য হল, মানুষ আজ যে পরিমাণ অর্থ খরচ করছে উন্নয়ন খাতে, সেই তুলনায় ২০ গুণ বেশি খরচ করছে যুদ্ধের পিছনে। তবুও গোটা দুনিয়া জুড়ে যুদ্ধের আতঙ্ক। অস্ত্র কেনাবেচার হিড়িক। অস্ত্রের কারবারীরা বলেন, আপনি যুদ্ধ করুন, আপনার পাশে আমি আছি। যা লাগে আমি দেব। ...

১৯৫০ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত প্রত্যেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট পাকিস্তানকে যে পরিমাণ অস্ত্র সাহায্য করেছেন আন্তর্জাতিক বাজারে তার মূল্য অন্তত ৪ হাজার কোটি মার্কিন ডলার। দু'দিকেই তাল দিচ্ছে

সাতের পাতায় দেখুন

যুদ্ধ কোথায়? প্রশ্ন ভিটেছাড়া গ্রামবাসীদের

ওয়াঘা ঃ '৬৫, '৭১-এর যুদ্ধে কাউকে ভিটেছাড়া হতে হয়নি। কার্গিল সংঘর্ষেও নয়। তবে এখন কী এমন দুর্যোগ নেমে এল যে ঘটিবাটি নিয়ে এলাকা ছাড়তে হচ্ছে? প্রশ্নটা রোরাঁ ওলা খুর্দের বয়স্ক মানুষজনের। যাঁরা '৬৫-র ভারত-পাক যুদ্ধ দেখেছেন, দেখেছেন '৭১-এর যুদ্ধও। কার্গিল তো সেদিনের কথা। বাকি ভারত রোরাঁ ওলা খুর্দের নাম শুনেছে বলে মনে হয় না। ওয়াঘা-আত্তারি সীমান্ত লাগোয়া পাঞ্জাবের গ্রামটির গা ছুঁয়ে গিয়েছে কাঁটাতারের বেড়া।

সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের পর এবার কাঁটাতারের বেড়া থেকে গ্রামবাসীদের দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সরকার। হাতে সময় কম। চটজলদি বাক্স-প্যাঁটরা গুছিয়ে ঘর গেরস্থালীকে পিছনে ফেলে আশ্রয় শিবিরের দিকে পা চালাচ্ছে বাচ্চা-বুড়ো-জওয়ান সকলেই। সেই যাওয়ার পথেই অবাক প্রশ্ন বাচিত্তার সিং-এর। তিনি নিজেও একসময় সেনাবাহিনীতে ছিলেন। এখন বয়স ৮০-র কোঠা ছাড়িয়েছে। 'আমার তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, '৬৫ থেকে যুদ্ধ দেখে আসছি, কখনও এমন দেখিনি। যখন যুদ্ধ হল, তখন গ্রামের লোক গ্রামেই ছিল। আর এখন যুদ্ধ কোথায়? তা-ও গ্রাম ছাড়তে বাধ্য করা হচ্ছে। বলি হচ্ছেটা কী?'

বাচিত্তারের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার লোক নেই। উত্তরটা নিজেরাই দিয়ে দিচ্ছেন রোরাঁ ওলা খুর্দের বাসিন্দারা। 'সব রাজনীতি। কোনও দরকার ছিল না গ্রাম খালি করানোর। উত্তরপ্রদেশে ভোট, আর ভিটেমাটি ছেড়ে যেতে হচ্ছে আমাদের।' ইঙ্গিতটা স্পষ্ট গ্রামের এক তরুণের কথায়। 'উত্তরপ্রদেশের ভোটের কথা ভেবেই রাজনীতিতে নেমেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। সঙ্গে দোসর হয়েছে পাঞ্জাবের অকালি-বিজেপি-র শাসক জোট। তবে শুধু শাসক দল নয়, রোরাঁ ওলা খুর্দের রাগ সব রাজনৈতিক দলের উপরেই। তা সে কংগ্রেস হোক বা আম আদমি পার্টি। 'এখন যেন গ্রামে রাজনীতিবিদের ঢল নেমেছে। কেউ আমাদের উন্নয়নের কথা ভাবে না। সব কাগজে ছবি তোলাতে আসে।' গ্রামের চেহারা দেখে অবশ্য এই অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়াও যায় না। ভাঙাচোরা রাস্তা, জরাজীর্ণ ঘরদোর দেখলেই বাস্তবটা দিব্যি মালুম হয়।

তবু গ্রাম ছেড়ে আসতে সায় দেয় না। রোজগার যেটুকু তা তো ওই গ্রামে থেকেই। কাছেই ওয়াঘা-আত্তারি সীমান্ত চৌকি। আশ্রয় শিবিরে বসে মনজিৎ সিং বললেন, 'কুলির কাজ করি। গ্রামের অনেকেই ওই কাজ করে। পাকিস্তান থেকে আসা ট্রাক থেকে সিমেন্টের বস্তা নামিয়ে তা ভারতীয় ট্রাকে তুলে দিই। ২০১২ থেকে এই কাজ করছি। দশজনের এক একটা দল তৈরি করে নিই। মোট ২,৮০০ বস্তা রোজ ওঠাতে নামাতে হয়। মানে এক একজন দিনে ২৮০টি করে সিমেন্টের বস্তা ওঠাই'। অমানুষিক পরিশ্রমের পর দিনের শেষে পকেটে আসে মেরেকেটে ৫০০ থেকে ৬০০ টাকা। কিন্তু মনজিৎদের দুঃখ এই আশ্রয় শিবিরে এসে সেই রোজগারটাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কারণ অটো-বাসে-ভাড়ার গাড়িতে সীমান্তে পৌঁছতেই পকেট থেকে খসে যায় প্রায় ৫০০ টাকা। অতএব কাজ হারিয়ে আশ্রয় শিবিরে বসে নেতাদের বুলি শুনেই দিন কাটছে মনজিৎদের। শুধু বুঝছেন না হঠাৎ যুদ্ধটা শুরু হল কোথায়? গ্রামে সেনার টহল, চিরুনি-তল্লাশি ছিল না। সীমান্তের গ্রামে থেকে যুদ্ধের আঁচ পাননি। তবু গ্রাম ছাড়তে হল।

বাকি দেশ চাইছে 'বুঝিয়ে দেওয়া হোক পাকিস্তানকে'। আর যুদ্ধ-যুদ্ধ ঘোর কাটিয়ে রোরাঁ ওলা খুর্দে ফিরতে চাইছেন মনজিৎ-বাচিত্তার সিং-রা। (এই সময়, ৬ অক্টোবর ২০১৬)

ত্রিপুরায় ডি ওয়াই ও-র রাজ্য সাংগঠনিক কমিটি গঠিত

সকল বেকারের কর্মসংস্থান সহ ৭ দফা দাবিতে ৩০ সেপ্টেম্বর আগরতলার চারিপাড়া বিদ্যালয়ে অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক ইয়ুথ অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে যুব কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেন এস ইউ সি আই (সি)-র ত্রিপুরা রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক কমরেড অরুণ ভৌমিক। কনভেনশনে যুব প্রতিনিধিদের বক্তব্যের পর প্রধান বক্তা সংগঠনের সর্বভারতীয় সহ সভাপতি কমরেড মহিউদ্দিন মান্নান বক্তব্য রাখেন। কনভেনশনের শেষে কমরেড ভবতোষ দে-কে সভাপতি ও কমরেড শ্যামল দাস-কে সম্পাদক করে সাত জনের রাজ্য সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন পূর্বতন সভাপতি কমরেড সঞ্জয় চৌধুরী।

আসামে আরও একটি ছাত্রীসংসদে জয়ী এ আই ডি এস ও

২৮ সেপ্টেম্বর আসামে কামাখ্যারাম বড়ুয়া গার্লস কলেজে ছাত্রী সংসদ নির্বাচনে চতুর্থবারের জন্য জয়লাভ করল অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন। প্রাদেশিকতাবাদী শক্তি অল আসাম স্টুডেন্টস ইউনিয়ন মনোনীত প্রার্থীদের পরাজিত করে ৯টি পদেই জয়ী হয় ডি এস ও। সাধারণ সম্পাদিকা হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন কমরেড রাখি কাঠার। সংগঠনের পক্ষ থেকে কমরেড পল্লব পেগু জানান, এই জয় সম্ভব হয়েছে কলেজের ভিতরে এবং বাইরে ছাত্রস্বার্থে সংগঠনের কাজের পরিণামে। ১৫ সেপ্টেম্বর শোনিতপুর জেলার তেজপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে জয়ী হয়েছে ডি এস ও। সেখানে ক্ষমতাসীন বিজেপির ছাত্রশাখা এ বি ভি পি এবং আসুকে পরাজিত করে ৮টি আসনের ৬টিতে জয়ী হয় ডি এস ও।

বেকারি, অপসংস্কৃতি দূর করার দাবিতে যুব সম্মেলন

হাওড়া ঃ বেকারি, অপসংস্কৃতি ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধে যুব আন্দোলন গড়ে তুলতে ২৫ সেপ্টেম্বর এ আই ডি ওয়াই ও-র হাওড়া জেলা কমিটির উদ্যোগে যুব কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় যোগেশচন্দ্র গার্লস স্কুলে। সভাপতিত্ব করেন কমরেড কমল চৌধুরী। বক্তা ছিলেন, সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সঞ্জয় বিশ্বাস। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক কমরেড নিখিল বেরা। উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই (সি)-র হাওড়া টাউন কমিটির সম্পাদক কমরেড শ্রীরূপ দাস। কমরেড পদ্মলোচন সাহুকে সভাপতি, শ্যামল মাইতিকে সম্পাদক ও সুরজিৎ পালকে কোষাধ্যক্ষ করে ২৯ জনের এ আই ডি ওয়াই ও হাওড়া শহর কমিটি গঠিত হয়।

উত্তর দুর্গাপুর ঃ ২ অক্টোবর জয়নগর-১ ব্লকের উত্তর দুর্গাপুর অঞ্চলের এ আই ডি ওয়াই ও-র আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বেকার যুবকদের কাজের দাবি এবং সাম্প্রদায়িকতা ও অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করার অঙ্গীকার নিয়ে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড নিরঞ্জন নস্কর। কমরেড আব্দুস সালাম লস্করকে সভাপতি ও কমরেড সঞ্জয় হাজারীকে সম্পাদক করে ১৩ জনের কমিটি গঠিত হয়।

জাহালদা ঃ মহান মনীষী বিদ্যাসাগরের জন্মদিন ২৬ সেপ্টেম্বরে পশ্চিম মেদিনীপুরের জাহালদায় ডিওয়াইও-র উদ্যোগে যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সাম্প্রদায়িকতা, অপসংস্কৃতি, মদের প্রসার রুখতে, সকল বেকারের কাজের দাবিতে সংগঠিত এই সম্মেলন শুরু হয় বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে। কমরেড হীরালাল দাসকে সভাপতি এবং গণেশ দাস ও যুগল দাসকে যুগ্ম সম্পাদক করে ১৭ জনের যুব কমিটি গঠিত হয়।

বিদ্যাসাগরের জন্মদিবসে অঙ্কন প্রতিযোগিতা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ১৯৭তম জন্মদিবস উপলক্ষে বাঁশদ্রোণী রায়নগর উন্নয়ন সমিতি মাঠে ২৫ সেপ্টেম্বর অঙ্কন ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতা হয়। ২৬ সেপ্টেম্বর বিদ্যাসাগর সম্পর্কে আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়।

বেলদায় বিজ্ঞান শিবির

বেলদা সায়েন্স এরা-র উদ্যোগে ১৮ সেপ্টেম্বর বেলদা গঙ্গাধর একাডেমিতে মডেল প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা, সর্পভয় বিষয়ক আলোচনা এবং স্লাইড শো পরিচালনার মধ্য দিয়ে এক সুসংগঠিত বিজ্ঞান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবির উদ্বোধন করেন বিজ্ঞান ক্লাবের বেলদা শাখার সভাপতি রাধাকান্ত মাইতি। উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ডঃ বাসুদেব ধাড়া, ডঃ সৌমেন বাগ, ডঃ বেণীমাধব দাস অধিকারী। শতাধিক ছাত্রছাত্রী শিবিরে অংশ নেয়। এলাকার মানুষের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার প্রয়োজনে এই সংগঠন নানা কর্মসূচি পরিচালনা করছে।

জীবনাবসান

দলের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সদস্য ও রাজাপুর-করাবেগ লোকাল কমিটির সম্পাদক ৮৬ বছরের প্রবীণ নেতা কমরেড অমূল্য সাঁপুই ৮ অক্টোবর রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

গত শতকের '৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে তিনি সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে এসে দলের নিষ্ঠাবান কর্মী হিসাবে নিজ এলাকায় দল গড়ে তোলার সংগ্রাম শুরু করেন। কর্মী-সমর্থক সৃষ্টি করার মাধ্যমে দলের বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা নেন। স্থানীয় এলাকায় অতি দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষদের উপর অর্থবান পরিবারগুলির নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে তা প্রতিকারে আন্দোলন গড়ে তোলেন। প্রাক্তন অঞ্চল প্রধান, দলের কাজে অত্যন্ত পরিশ্রমী, গরিব দরদি হিসাবে এলাকায় জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। নিজ পরিবারের সকলকে তিনি দলের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলেন। ৩৪ বছরের সিপিএম সরকারের আমলে তাদের সৃষ্ট সন্ত্রাস ও দফায়-দফায় আগ্নেয়াস্ত্র সহ সশস্ত্র আক্রমণ প্রতিরোধে অকুতোভয় ভূমিকা নিয়ে দাঁড়িয়ে সংগঠনকে রক্ষা ও বৃদ্ধির কাজে তাঁর সংগ্রামী ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। দল পরিচালিত দীর্ঘ বছরের প্রতিটি আন্দোলনে তাঁর নিরবচ্ছিন্ন উদ্যোগ প্রবীণ বয়স ও অসুস্থতা সত্ত্বেও বজায় ছিল — যা অন্যদের অনুপ্রাণিত করত। তাঁর একটি বড় গুণ হল, তাঁর চেয়ে বয়সে নবীনদের নেতৃত্ব মেনে অবলীলায় কাজ করতেন। হাস্য-পরিহাসের মাধ্যমে মধুর ব্যবহারের দ্বারা তিনি অনেককেই আকৃষ্ট করতেন। হৃদয়বৃত্তির জায়গাটি ছিল তাঁর চরিত্রের সবচেয়ে বড় গুণ এবং মাধুর্য, যা আজকের দিনে খুবই দুর্লভ। তাঁর চরিত্রের এই দিকটি সকল কর্মীর কাছেই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয়।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে জেলা ও লোকাল অফিসে পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয় এবং কালো ব্যাজ পরিধান করা হয়। তাঁর মরদেহ দেখতে গ্রামে বহু মানুষ সমবেত হন। মরদেহ জেলা অফিসে আনা হলে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জেলা সম্পাদক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার, রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেডস গোপাল বসু ও প্রবোধ পুরকাইত সহ রাজ্য কমিটি, জেলা কমিটি এবং লোকাল কমিটির অন্যান্য সদস্যরা মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান।

১৬ অক্টোবর বাঁটরা বাজার ময়দানে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর সংগ্রামী জীবনের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানিয়ে জেলা সম্পাদক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার এবং রাজ্য কমিটির সদস্য যথাক্রমে কমরেডস চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, অজয় সাহা, নন্দ কুণ্ডু ও জেলা কমিটির সদস্য কমরেড আনারুল ইসলাম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

কমরেড অমূল্য সাঁপুই লাল সেলাম

একটিও শিল্প গড়ে না উঠলেও ১২টি বন্ধের সিদ্ধান্ত নিল তৃণমূল সরকার

সরকারি শিল্প সংস্থা বিক্রি বা বন্ধ করে দেওয়ার বেশ কিছু খবর কিছু দিন ধরে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। ১৭ আগস্ট তৃণমূল সরকারের মন্ত্রীসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্গাপুর কেমিক্যালস, নিও পাইপস অ্যান্ড টিউবস লিমিটেড, ন্যাশনাল আয়রন অ্যান্ড স্টিল এবং লিলি প্রোডাক্টস—রাজ্য সরকারের মালিকানাধীন এই চারটি কারখানা পুরোপুরি গুটিয়ে নেওয়া হবে (সূত্র ঃ এই সময় ১৮.০৮.২০১৬)।

অটলবিহারী বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রীত্বে বিজেপি সরকার বিলগ্নিকরণ দপ্তর নামে শিল্প বেচে দেওয়ার দপ্তর খুলেছিল। তৃণমূল সরকারও প্রায় অনুরূপ একটি দপ্তর খুলেছে। নবান্ন সূত্রের খবর, সরকারের অধীনস্থ অলাভজনক সংস্থার পুনর্গঠন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যস্তরের একটি কমিটি গঠন করেছেন, ২৯ জুলাই যার প্রথম বৈঠক হয়। সেখানেই ৮টি সরকারি সংস্থাকে বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্তে সিলমোহর পড়ে। যার মধ্যে বিজি প্রেস ছাড়াও রয়েছে ডব্লিউ বি সুগার ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, অ্যাপোলো জিপার, ওয়েস্ট বেঙ্গল টি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড, ওয়েস্ট বেঙ্গল সেরামিক ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড, শিল্প বার্তা প্রেস, ডব্লিউ বি প্রজেক্টস লিমিটেড, পালভার অ্যাশ প্রজেক্ট লিমিটেড (সূত্র ঃ বর্তমান ১০.০৯.২০১৬)। সর্বশেষ শোনা গেল টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোর ৪ একর জমি বেচে দেওয়া হল একটি রিয়েল এস্টেট সংস্থাকে।

গত ৬ বছরে মুখ্যমন্ত্রী একটাও শিল্প করতে না পারলেও ১২টি সরকারি শিল্প সংস্থা বন্ধ করে দেওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও একই কাজ করে চলেছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা আসানসোলের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা হিন্দুস্থান কেবলস লিমিটেড বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আসানসোল থেকে নির্বাচিত বিজেপি মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় নির্বাচনের আগে এই কারখানা চালু রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটে জিতলেও তাঁর মন্ত্রকই বন্ধের সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিল। সংবাদে এও প্রকাশিত হয়েছে, রুগ্ন হওয়ার জন্য হিন্দুস্থান ফটো ফিল্ম, এইচ এম টি বিয়ারিংস, তুঙ্গভদ্রা স্টিল প্রোডাক্টস, এইচ এম টি ওয়াচের মতো কয়েকটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বন্ধ করে দেওয়ার ব্যাপারে আলোচনা চলছে (সূত্র ঃ বর্তমান, ০৮-০৯-১৬)।

তা হলে শিল্প হচ্ছে কোথায়? ধারাবাহিক শিল্পায়ন তো দূরের কথা, একটা দুটো শিল্প হওয়ারও খবর সংবাদপত্রে নেই। বরং খবরে দেখা যাচ্ছে শিল্প রুগ্ন। রোগটা কী? রোগটা আসলে বাজার সংকট। বাজারে মাল কেনার ক্ষমতাসম্পন্ন যথেষ্ট ক্রেতার অভাব। অর্থনীতির ভাষায় যাকে বলা হয় মন্দা। বুর্জোয়ারাও এই মন্দা পরিস্থিতি অস্বীকার করতে পারছে না।

মন্দা পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অনিবার্য পরিণাম — এটা আড়াল করতে একদল পাকা মাথা বলে থাকেন, শিল্পায়নের সামনে বাধা আসলে জমি সংকট। কিন্তু সত্যিই কি জমি সংকট বাধা? রাজ্যের তৃণমূল সরকার জমি ব্যাঙ্ক তৈরি করার জন্য প্রাইসওয়াটার হাউস কুপার্সকে দিয়ে এক সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছে যে, ২৩টি বন্ধ কারখানায় প্রায় ২৯,৫৫০ একর জমি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে (সূত্র ঃ এই সময়, ১৪-০৯-২০১৬)। এ ছাড়া পূর্বতন সিপিএম সরকার আরও হাজার হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করে রেখেছে, যেখানে এখনও শিল্প হয়নি।

শালবনিতে কয়েক হাজার একর জমি সিপিএম সরকার জিন্দাল গোষ্ঠীকে দিয়েছিল। কোনও প্রতিবাদ আন্দোলন ইত্যাদি না হওয়া সত্ত্বেও জিন্দালরা আজও নানা অজুহাতে শিল্প করল না। কারণ বাজার মন্দা।

এই মন্দার বাজারে শিল্পপতিদের মুনাফা পাইয়ে দেওয়ার জন্য সরকার নামমাত্র সুদে বিপুল ব্যাঙ্ক ঋণ দেয়, বিনা পয়সায় জল, বিদ্যুৎ, রাস্তা ইত্যাদি সব পরিকাঠামো গড়ে দেয়। যে এই সুবিধা বেশি দিতে পারে পুঁজিপতিরা সেদিকেই ছোটে। বহু ক্ষেত্রে নানা সুবিধা পেলেও কারখানা করে না। বেশি সুবিধা পেয়েই টাটারা সিঙ্গুর থেকে গুজরাটের সানন্দে ন্যানো কারখানা সরিয়ে নিল। যদিও সেখানে কারখানার পুরো উৎপাদন শক্তি ব্যবহার করছে না। কারণ ক্রেতার অভাব। ভারত ১৩০ কোটি লোকের দেশ হলে কী হবে, ৯০ শতাংশ লোকেরই তো আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য নেই। তারা গাড়ি চড়বে কী করে?

মুখ্যমন্ত্রী টাটাকে পশ্চিম মেদিনীপুরের গোয়ালতোড়ে গাড়ি কারখানা করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। আহ্বান জানিয়েছেন জার্মানির বি এম ডব্লিউকে। সেখানে সরকারি জমিও নাকি রেডি। শিল্প সেখানে হলেও সানন্দের মতো সংকট কি পিছু ছাড়বে?

আসলে পুঁজিবাদের এই সংকটের যুগে একটা দুটো প্রযুক্তিপ্রধান শিল্প এখানে সেখানে হলেও ব্যাপক কর্মসংস্থানমুখী শিল্প হওয়া সম্ভব নয়। এটা পুঁজিবাদী অর্থনীতির সীমাবদ্ধতা। সত্যিকারের মার্কসবাদীরা স্পষ্ট করে এই সত্য জনগণকে জানাতে চায়। কিন্তু বুর্জোয়া দলগুলি এবং সংসদীয় বাম দলগুলির প্রয়োজন ভোট। ভোটের স্বার্থেই তাদের প্রয়োজন শিল্পায়নের হুজুগ তোলা। সিপিএম তুলেছে টাটা-সালিমকে সামনে রেখে। তৃণমূল তুলতে চলেছে টাটা-বি এম ডব্লিউকে সামনে রেখে। 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র মতো মেক ইন বেঙ্গল দামামা বাজছে। যুক্তিবাদী সচেতন মানুষ এই হুজুগে ভুলবেন কি?

বিজেপি সরকারের ৫ বছরে বেকারত্বের শীর্ষে ভারত

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের মন্ত্রী-নেতাদের সহস্রবার উচ্চারিত 'আচ্ছে দিন'-এর প্রতিশ্রুতি মানুষের জীবনে যে সুদিন নিয়ে আসতে পারেনি, বিজেপির 'মেক ইন ইন্ডিয়া' স্লোগানও ভারতের সাধারণ মানুষের জীবনের কোনও উন্নতি সাধন করতে পারেনি, বরং মানুষের দুর্দিন আরও ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে, তার প্রমাণ মিলল খোদ সরকারের শ্রমদপ্তরের লেবার ব্যুরোর সদ্য প্রকাশিত রিপোর্টে।

রিপোর্টে প্রকাশ, ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে বেকারত্বের হার গত পাঁচ বছরের সর্বোচ্চ মাত্রা ৫ শতাংশ ছুঁয়েছে। এ ছাড়াও পঞ্চম সর্বভারতীয় কর্মসংস্থান-বেকারত্ব সংক্রান্ত সমীক্ষায় দেখা গেছে, ভারতের প্রায় ৭৭ শতাংশ পরিবারেই নিয়মিত রোজগার করেন এমন ব্যক্তি নেই।

'সরকারের দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণই দেশে বেকার সমস্যা মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে প্রধান বাধা'— কিছুদিন আগে এক রায়ে এ কথা বলেছিল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি ভি গোপাল গৌড়া ও বিচারপতি অমিতাভ রায়ের বেঞ্চ সরকারের বিরুদ্ধে করা এক মামলার রায় দিতে গিয়ে বলেছে, কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা দেশে অনুপস্থিত। বেকার সমস্যার ব্যাপকতা এবং ভয়াবহতা বোঝাতে কিছুদিন আগে স্বয়ং রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন, ৬০ শতাংশ মানুষই বেকার আমাদের দেশে। সরকারের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা বেকার সমস্যা বৃদ্ধির একমাত্র কারণ না হলেও বাস্তব পরিস্থিতির চিত্রটা এই বক্তব্য থেকে পরিষ্কার। কেন্দ্রে ও রাজ্যে ক্ষমতাসীন দলগুলি 'দেশ এগোচ্ছে' বলে যে প্রচার তোলে, তা যে কত ফাঁপা রাষ্ট্রপতি ও সুপ্রিম কোর্টের এই বক্তব্য সেটা প্রমাণ করছে।

বেকার যুবকদের প্রতি, তাদের পরিবারের প্রতি সরকারের কি কোনও দায়িত্ব নেই? যদি থাকে তাহলে বাজেটে গরিব খেটেখাওয়া মানুষের সামান্য রোজগারের প্রকল্প এনরেগা বা ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে বরাদ্দ কাঁটছাঁট করেছে কী করে মোদি সরকার? বহু অস্বচ্ছতা থাকলেও এই প্রকল্পে কাজ করে বছরে ১০০ দিন কোথাও বা ৮০-৯০ বা তার কম দিন কাজ পেয়েও কিছু মানুষ সামান্য হলেও রোজগার করতেন বা অন্তত তার সম্ভাবনা ছিল। এতে কম-বেশি ৫ কোটি পরিবারের এক জন্য সদস্যের কাজ জুটতে পারত। তাতে তাদের সারা বছরের খাদ্যের সংস্থান হত না ঠিকই, কিন্তু যতটুকুও তারা উপকৃত হতেন, মোদি সরকারের বরাদ্দ ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্তে সেটুকু সুযোগও রইল না।

মেক ইন ইন্ডিয়ার মাধ্যমে প্রচুর কর্মসংস্থানের গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি। বছরে ২ কোটি বেকার যুবকের চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তারা। বাস্তবে সে সবই যে ভুয়ো, শ্রমমন্ত্রকের লেবার ব্যুরোর রিপোর্টই সেটা প্রমাণ করল। বেকার যুবকদের চাকরির লোভ দেখিয়ে ভোটে জেতার কাজ হাসিল করতে চেয়েছিল বিজেপি। বাস্তবে প্রতিরক্ষা খাতে, স্টার্ট আপ নাম দিয়ে জনগণের করের হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় হলেও এবং তার দ্বারা দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের মুনাফার অঙ্ক লাফ দিয়ে বাড়লেও তাতে কর্মসংস্থান যে বিশেষ কিছু হয়নি, সরকারের লেবার ব্যুরোর রিপোর্টই তার প্রমাণ।

রাজ্যে একই রকম প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতাসীন তৃণমূল সরকারও বাজিমাত করতে চাইছে। সম্প্রতি শিক্ষার প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক ক্ষেত্রে টেট পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার পর মোট ৬০ হাজার বেকার যুবকের চাকরি হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন। তার পর তা কমতে কমতে কয়েকদিনের মধ্যেই ৪০ হাজারে নেমে আসে। ইন্টারভিউ তথা শাসক দলের ঘনিষ্ঠতার নিরিখে বাস্তবে কতজন যুবক চাকরি পাবেন তা ভবিষ্যতই বলতে পারবে। রাজ্যে ক্ষমতায় থাকাকালীন সিপিএম সরকারের সংখ্যার মারপ্যাঁচে একইভাবে প্রতারিত হয়েছিলেন যুবকরা। তৎকালীন কর্মসংস্থান অধিকর্তা ২০০৭ সালে স্ট্যান্ডিং কমিটিকে নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা দেখিয়েছিল ৭৭ লক্ষ। অথচ সেই সময়ের শ্রমমন্ত্রী বলেন, বেকার সংখ্যা ৫৭ লক্ষ। কম্পিউটারের বোতাম টিপে এক ধাক্কায় ২০ লক্ষ বেকারের নাম তালিকা থেকে ছাঁটাই করে দিলেন। '৮০-র দশকে হলদিয়া পেট্রোকেমিকেলে ১ লাখ বেকারের চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী। নামমাত্র কয়েকজনের চাকরি হয়েছিল। তৃণমূল সরকারও একই গল্প ফেঁদেছে। রাজ্যে নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যাই এক কোটি ছাড়িয়ে গেছে। রাজ্যের বেকাররা নাকি এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ ও এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক দুটি জায়গাতেই নাম লিখিয়েছেন, তাই বেকারের সংখ্যার বাড়বাড়ন্ত! না হলে তাদের আমলে বেকার নাকি তেমন বাড়েনি। যদিও 'তেলেভাজা শিল্পে' রাজ্যে বহু বেকার যুবকের কাজের সংস্থান হয়েছে বলে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী।

ক্ষমতায় এলে বছরে ৫ লক্ষ বেকারের চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ৫ বছরে কত লক্ষ বেকার চাকরি পেয়েছেন? তার কোনও পরিসংখ্যান দিতে পারেননি রাজ্যের প্রশাসনিক কর্তারা। যদিও ৬৮ লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থান হয়ে গিয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী ইতিপূর্বেই দাবি করে বসেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান হয়েছে জানতে চাইলে সরকারি কর্তারা ঢোক গিলে অসংগঠিত ক্ষেত্রের দিকে আঙুল দেখাচ্ছেন। অভিনব বিষয় হল, পাড়ার চপের দোকানকেও অসংগঠিত শিল্পের তালিকায় ঢুকিয়েছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। এর উপর চাকরি না পেলেও বেকারদের বেকারত্ব ঘুচে যাচ্ছে সরকারের অসীম কৃপায়! সেটা কী? না, বছর ৪৫ বয়স হলেই সরকারের যাদুকাঠির ছোঁয়ায় নথিভুক্ত বেকারদের বেকার দশা লুপ্ত হচ্ছে! মানে সরকারি এই সিদ্ধান্তে বেকারদের চাকরির দাবি জানানো অথবা চাকরি না পেলে বেকারভাতার দাবি জানানোর আর উপায় থাকছে না। ৪৫ হলেই এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে নাম বাদ।

বেকারদের কাজ দেওয়ার পরিবর্তে সরকার যুবশ্রী প্রকল্পের নামে তাদের কিছু ভিক্ষা দেওয়ার কর্মসূচি নিয়েছে। যৌবনের মর্যাদাকে এভাবেই ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে। যে যুবশক্তি বেকার সমস্যার মূল কারণ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা অপসারণের কাজে ব্যবহৃত হতে পারত তাকে সরকার তল্পিবাহকে পরিণত করছে। যুবশ্রীর ভিক্ষা নয়, চাই স্থায়ী কাজ— এই দাবিতে আজ যুবকদের সংঘবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

এ কথা ঠিক, বর্তমান মুমূর্ষু পুঁজিবাদী সমাজে একটা-দুটো পুঁজিপ্রধান শিল্প গড়ে উঠলেও শ্রমিক প্রধান শিল্পগুলি বন্ধ হচ্ছে। শিল্পায়ন আজ আর সম্ভব নয় বলে কর্মসংস্থানের জোয়ার সৃষ্টি করাও সম্ভব নয়। তবুও সরকারি উদ্যোগ এবং আন্তরিকতা থাকলে কিছু কর্মক্ষেত্র তৈরি করা যায়। অন্তত শূন্যপদে নিয়োগ করা যায়। তাও সরকার করছে না। এটা না করেই ক্ষমতালোভী দলগুলির সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা বারেবারেই মানুষের দরবারে ভোট চাইতে গিয়ে কর্মসংস্থান ও শিল্পায়নের জোয়ার নিয়ে আসার দাবি করেন। এ জন্য সরকারের সাফল্যের বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয় কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে। বাস্তবটা কী? সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদের বাজার সংকটে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে ছাঁটাই, লক আউট, লে-অফ চলছে বেপরোয়া হারে। শ্রমজীবী মানুষের কাজের কোনও নিরাপত্তা নেই। ফলে বেকার সমস্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এই বিপুল সংখ্যক বেকারকে কর্মসংস্থানের কুমিরছানা দেখিয়ে শাসকরা বছর বছর ভোট আদায়ের পুরনো খেলা খেলে চলেছে।

অ্যাবেকা ঃ জেলায় জেলায় আন্দোলন ও সম্মেলন

পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ জঙ্গলমহলের বিস্তীর্ণ এলাকায় হাজার হাজার বিদ্যুৎ গ্রাহক বিরাট অঙ্কের বিলের বোঝায় দিশেহারা। এক একটি বিপিএল পরিবারের বিদ্যুৎ বিল এসেছে ১ লক্ষ টাকা থেকে দেড় লক্ষ টাকা পর্যন্ত। যদিও আন্দোলনের চাপে কিছু গ্রাহককে বিদ্যুৎ বিলে ছাড় দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বহু গ্রাহকের এখনও ত্রুটিপূর্ণ বিল সংশোধন হয়নি। পাশাপাশি দালাল চক্র ও কন্ট্রাক্টর রাজ, বন্ধ মিটার, বিপজ্জনক লাইন, পুড়ে যাওয়া ট্রান্সফর্মার, নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ প্রভৃতি সমস্যা মাসের পর মাস পড়ে থাকলেও সমাধান হয় না। উপরোক্ত সমস্যাগুলো সমাধানের দাবিতে ২২ সেপ্টেম্বর ২ সহস্রাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহকের একটি সুসজ্জিত মিছিল মেদিনীপুর শহর পরিক্রমা করে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার রিজিওনাল ম্যানেজার দপ্তরে হাজির হয়। সেখানেই একটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন, অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের (অ্যাবেকা) জেলা সম্পাদক জগন্নাথ দাস, জেলা সভাপতি নারায়ণচন্দ্র দাস, কালিপদ দিন্দা, দিলীপ দাস প্রমুখ।

বিদ্যুতের বর্ধিত মাশুল প্রত্যাহার, ২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ, তামিলনাড়ুর মতো ১০০ ইউনিট পর্যন্ত

বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ, জঙ্গলমহলের সমস্ত গ্রাহকের বিল লকের সুযোগ দেওয়া সহ নানান দাবিতে সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির ১৭তম পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সম্মেলন ৪ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হল মেদিনীপুর ফিল্ম সোসাইটি হলে।

উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সাধারণ সম্পাদক প্রদ্যোৎ চৌধুরী, জেলা সম্পাদক জগন্নাথ দাস সহ অন্যান্য জেলা নেতৃবৃন্দ। জেলা সভাপতি নারায়ণচন্দ্র দাসের পরিচালনায় সম্মেলনে আগত বিভিন্ন ব্লকের প্রতিনিধিরা তাঁদের নিজ নিজ এলাকার সমস্যা ও সমাধান প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন। সম্মেলন থেকে জগন্নাথ দাসকে সম্পাদক ও নারায়ণচন্দ্র দাসকে সভাপতি করে জেলা কমিটি গঠিত হয়।

পুরুলিয়া ঃ জেলায় বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠন 'অ্যাবেকা'-র আন্দোলন জয়যুক্ত হয়েছে। কিছুদিন আগেও এই জেলায় বিপিএল গ্রাহকদের ২-৫ বছর কোনও বিল না পাঠিয়ে এক সঙ্গে হাজার হাজার টাকার বকেয়া বিল পাঠানো হচ্ছিল। দারিদ্র সীমার নিচে থাকা এই মানুষদের পক্ষে যা মেটানো অসম্ভব। এই অবস্থায় অ্যাবেকা বকেয়া বিল মকুবের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলে। বিল বকেয়া থাকার অজুহাতে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা লাইন কাটতে গেলে মহিলারা বাধা দেন। ফলে তারা লাইন না কেটে চলে যান। এ ছাড়া চলতে থাকে বিভিন্ন কাস্টমার কেয়ার সেন্টারে বিক্ষোভ ডেপুটেশন অবরোধ।

১৬ সেপ্টেম্বর রিজিওনাল ম্যানেজারের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। কর্তৃপক্ষ বকেয়া বিল ৬০টি কিস্তিতে মেটানো যাবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন। লেট পেমেন্ট সারচার্জ বাদ এবং স্ল্যাব ও ট্যারিফ বেনিফিট দেবার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়। এছাড়া যে সমস্ত লাইন কাটা হয়েছে, এক হাজার টাকা দিলেই তা জুড়ে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা ঃ অ্যাবেকার দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির নবম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ২৪-২৫ সেপ্টেম্বর চম্পাহাটিতে। ২৪ সেপ্টেম্বর অগ্রদূত সংঘের প্রকাশ্য সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা সভাপতি মৃণাল মুখার্জী। স্থানীয় সংগঠক তড়িৎ চক্রবর্তী, অপু চ্যাটার্জী, অগ্রদূত সংঘের সম্পাদক দীপক সেনগুপ্ত, অ্যাবেকার জেলা সহ সভাপতি অসিত ভট্টাচার্য, জেলা সম্পাদক দিব্যেন্দু মুখার্জী, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অসিত দাস দাস বক্তব্য রাখেন।

ওই দিনই সন্ধ্যার পর স্থানীয় মিলন মন্দিরে জেলার ১৫টি কাস্টমার কেয়ার সেন্টার থেকে আগত শতাধিক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে অধিবেশনের কাজ শুরু হয়। রাজ্য সহ সভাপতি অনুকূল ভদ্র উপস্থিত ছিলেন। অসিত ভট্টাচার্যকে সভাপতি, রামচন্দ্র সাহুকে সম্পাদক নির্বাচিত করে ১০ জনের উপদেষ্টামণ্ডলী সহ ৭০ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়েছে।

বাঁকুড়া ঃ সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির বাঁকুড়া জেলা শাখার ৮ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ৩ অক্টোবর ওন্দার সবজি বাজারে। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত দুই শতাধিক প্রতিনিধি এতে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বিজয় প্রসাদ পাল। বক্তব্য রাখেন মনসারাম সিংহ, কমলাকান্ত কর্মকার, গৌতম কুমার খাঁ ও অন্যান্য বিশিষ্ট নাগরিক ও প্রতিনিধিবৃন্দ। প্রধান বক্তা ছিলেন অ্যাবেকার রাজ্য সম্পাদক প্রদ্যোৎ চৌধুরী। সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে অমিয় গোস্বামীকে সভাপতি ও স্বপন নাগকে সম্পাদক নির্বাচিত করে জেলা কমিটি গঠন করা হয়।

উত্তর দিনাজপুর মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের সম্মেলন

২৮ সেপ্টেম্বর রায়গঞ্জ রবীন্দ্রভবনে সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের ৩য় জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মোটরভ্যান বন্ধের চক্রান্ত প্রতিরোধ, সরকারি লাইসেন্স প্রদান, দুর্ঘটনাজনিত বিমা সহ ৭ দফা দাবিতে আয়োজিত এই সম্মেলনে দুই শতাধিক প্রতিনিধি যোগ দেন। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অংশুমান ধর মণ্ডল। তিনি তাঁর বক্তব্যে ইউনিয়নের প্রয়োজনীয়তা, ঐক্যবদ্ধ থাকা এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন তপনকুমার দাস, জয় লোধ, সুজনকৃষ্ণ পাল, কিষান বর্মন, মোরসেলেম, দুলাল রাজবংশী, গোপাল দেবনাথ, মুকুলচন্দ্র খাঁ, ভবেশ দাস প্রমুখ। তপনকুমার দাসকে সম্পাদক করে ২৮ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন সনাতন দত্ত।

ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণের দাবিতে দিল্লিতে বাম দলগুলির যৌথ বিক্ষোভ

রাজধানী দিল্লিতে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া ভয়াবহ রূপ নিলেও কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এবং দিল্লি রাজ্যের কেজরিওয়াল সরকার তা নিয়ন্ত্রণে চূড়ান্ত উদাসীন। এই অবস্থায় ২৬ সেপ্টেম্বর সাতদলীয় বাম জোটের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং লেঃ গভর্নর নাজিব জং-এর কাছে দাবিপত্র পেশ করা হয়। সিপিআই, সিপিএম, এস ইউ সি আই (সি), সিপিআই-এম এল, আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক, কমিউনিস্ট গদর পার্টি অব ইন্ডিয়ার এই যৌথ বিক্ষোভ সমাবেশে এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষে বক্তব্য রাখেন দলের দিল্লি রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড রমেশ শর্মা, মহিলা নেত্রী রিতু কৌশিক। সাত সদস্যের প্রতিনিধি দল স্মারকলিপি পেশ করে। প্রতিনিধিদের মধ্যে এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষে ছিলেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড হরিশ ত্যাগী।

গুয়াহাটিতে রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির

আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার জেলাগুলিকে নিয়ে গুয়াহাটি জেলা গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহে ২২-২৪ সেপ্টেম্বর দলের আসাম রাজ্য কমিটির উদ্যোগে এক রাজনৈতিক শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উপত্যকার ১৩টি জেলা থেকে চার শতাধিক কর্মী, সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ী এই শিক্ষাশিবিরে উপস্থিত ছিলেন। শিবির পরিচালনা করেন দলের পলিটব্যুরো সদস্য, জননেতা কমরেড অসিত ভট্টাচার্য। তিন দিনে মোট ৫টি অধিবেশনে জ্ঞানতত্ত্ব, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, প্রকৃত কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জন করার পদ্ধতি

ইত্যাদি বিষয়গুলির উপর তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচনা করেন। লক্ষণীয় বিষয়, অংশগ্রহণকারীরা গভীর নিষ্ঠা ও মনোযোগের সঙ্গে সমস্ত আলোচনা শোনেন এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে বহু বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন লিখিতভাবে জমা দেন। কমরেড ভট্টাচার্য এই প্রশ্নগুলি নিয়েও আলোচনা করেন। ছবিতে সমাবেশের একাংশ, (ইনসেটে) বক্তব্য রাখছেন কমরেড অসিত ভট্টাচার্য।

বিহারে বেলহর বিডিও অফিসে বিক্ষোভ

বাঁকা জেলার বেলহর ও চান্দন ব্লকের ২৫টি গ্রামে বৈদ্যুতিকরণ, মিড ডে মিল ও আশা কর্মীদের সরকারি কর্মচারী হিসাবে স্বীকৃতি, শ্রমিক-কর্মচারীদের ন্যূনতম বেতন ১৮,০০০ টাকা করা, বার্ধক্যভাতা, ইন্দিরা আবাস যোজনার বাড়ি দেওয়া প্রভৃতি ১১ দফা দাবি নিয়ে এস ইউ সি আই (সি) -র নেতৃত্বে শত শত মানুষ ২৭ সেপ্টেম্বর বিডিও অফিসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড কৃষ্ণদেব সাহ। কমরেড অর্জুন পালের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল বিডিও-র হাতে দাবিপত্র তুলে দেন।

বেগুসরায় জেলাকে মহামারীগ্রস্ত ঘোষণার দাবি

বন্যাপীড়িত বেগুসরায় জেলাকে মহামারীগ্রস্ত হিসাবে ঘোষণা করে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সর্বপ্রকার সহায়তা দানের দাবি নিয়ে এস ইউ সি আই (সি) -র নেতৃত্বে ২৮ সেপ্টেম্বর জেলাশাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন দলের বিহার রাজ্য কমিটির সদস্য তথা এ আই কে কে এম এস-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোককুমার সিংহ এবং অন্যান্যরা। কমরেড রামপুকার বিদ্যার্থীর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি পেশ করে।

রাজনীতিতে আদর্শ ও মূল্যবোধ খুঁজছেন মানুষ

শারদীয় বুকস্টলের অভিজ্ঞতা

এবার শারদীয় উৎসবে বৃষ্টির মধ্যেও এস ইউ সি আই (সি) কর্মীরা টানা পাঁচ দিন সকাল বিকাল দলের পত্র-পত্রিকা সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে গিয়েছেন, সাড়াও পেয়েছেন বিপুল। পশ্চিমবঙ্গে তো বটেই পাশের রাজ্য বিহার কিংবা ঝাড়খণ্ডেও স্টল থেকে বইপত্র মানুষ নিয়েছেন প্রচুর পরিমাণে। এক একটি স্টল ঘিরে পাড়ায় বাড়ি বাড়ি বই দেওয়া হয়েছে, মানুষ নিয়েছেন। সামগ্রিক অভিজ্ঞতার নির্যাসটি হল — এস ইউ সি আই (সি)-ই যে প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টির চরিত্র ও ভূমিকা নিয়ে এগোচ্ছে, এই দলটির মধ্যেই যে আদর্শবাদ ও নৈতিকতা আছে এ কথা বহু মানুষ নিজেরাই কর্মীদের জানিয়েছেন।

এস ইউ সি আই (সি)-র বইয়ের প্রতি কেন এই আগ্রহ? আসলে মানুষ চান তাঁর দৈনন্দিন সমস্যা সংকট থেকে বেরোবার পথ। বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি, ছাঁটাই, ফসলের ন্যায্য দাম না পাওয়া, নারীর নিরাপত্তাহীনতা, সামাজিক অবক্ষয় ইত্যাদি হাজারো সমস্যায় আজ মানুষ জর্জরিত। কোন পথে তা থেকে মুক্তি আসবে এই চিন্তাই মানুষকে ভাবাচ্ছে। তাঁরা দেখছেন এ সব সমস্যা নিয়ে এস ইউ সি আই (সি)-ই আন্দোলন করছে, তারাই মানুষের সামনে তুলে ধরছে সংকটের কারণ ও সমাধান সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ। মানুষ তাঁর বহু প্রশ্নের উত্তর পাচ্ছেন এস ইউ সি আই (সি) প্রকাশিত পুস্তিকায়। এবারে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছে কমরেড প্রভাস ঘোষের ভাষণ 'মনুষ্যত্ব ও নৈতিকতার কেন এই অধঃপতন' বইটি। স্টলে এসে বই খুঁজতে গিয়ে মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে এই বইটিতে। বোঝা যায়, এই সংকট আজ কীভাবে ঘরে ঘরে পিতা-মাতা ও সাধারণ মানুষকে ভাবাচ্ছে। অনেকেই বলেছেন, কোনও রাজনৈতিক নেতা ও দল মনুষ্যত্ব ও নৈতিকতা নিয়ে বলছেন, এ তো অজানা ছিল। 'কাশ্মীর সমস্যা— একটি মার্কসবাদী মূল্যায়ন' বইটি নিয়েও আগ্রহ ছিল। দিল্লির এক সাংবাদিক কলকাতায় এসেছিলেন বেড়াতে। কাশ্মীরে সাম্প্রতিক অস্থিরতার বাতাবরণ এবং ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ যুদ্ধ আবহে কলকাতার এক স্টলে তাঁর নজরে পড়ে কাশ্মীর সমস্যা প্রসঙ্গে বইটি। তিনি তা কিনে নিয়েই পড়ে ফেলেন। কয়েক ঘণ্টা পর স্টলে ফিরে এসে বলেন, আমি কাশ্মীরে বহুদিন কাটিয়েছি। আপনাদের বই সমাধানের বাস্তব পথ দেখিয়েছে যা অন্য কোথাও খুঁজে পাইনি।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার সোনারপুরে এক স্টলে এক প্রবীণ ব্যক্তি প্রথম দিন কিছু বই কিনে নিয়ে যান। পরের দিন আবার আসেন আরও বই নিতে। বলেন, আমি অন্যদেরও পড়াতে চাই। আপনাদের বই পড়েই বুঝেছি বামপন্থী সংস্কৃতি কাকে বলে

দক্ষিণ কলকাতার এক স্টলে এসেছিলেন পদার্থবিদ্যার এক অধ্যাপক। স্টলে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এত বই দেখে তিনি বিস্মিত। ১১০০ টাকার বই কিনে নিয়ে নাম ঠিকানা দিয়ে বললেন, নতুন কিছু বেরোলে জানাবেন। কোনও সাহায্য প্রয়োজন হলে বলবেন। দক্ষিণ কলকাতার একটি স্টলে কর্মীদের উদ্দেশ করে একজন বললেন, 'আপনারাই বামপন্থার মর্যাদা রক্ষা করছেন।' আরেকজন প্রায় একই কথা বললেন বেলেঘাটার স্টলে— 'আপনারা স্টল না করলে তো এলাকায় লাল ঝান্ডাই দেখা যেত না'। শুধু বামপন্থীরাই নন, অসংখ্য সাধারণ মানুষ, এমনকী দক্ষিণপন্থী দলে আছেন, তাঁদের কথাতেও প্রকাশ পেয়েছে এস ইউ সি আই (সি) সম্পর্কে গভীর আস্থা ও শ্রদ্ধা।

এমনই আরও কত প্রেরণাদায়ক ঘটনা স্টলগুলিতে লক্ষ করা গেছে। কর্ণাটক থেকে এসেছেন হোটেল ম্যানেজমেন্টের এক অধ্যাপক। কমিউনিজম সম্পর্কিত বই চাইলেন। ১৫০ টাকার বই কিনে নিয়ে গেলেন। বাঁকুড়ার এক স্টলে এক বামপন্থী ব্যক্তি তার দলের নেতাদের কাজকর্ম ও জীবনযাত্রা দেখে হতাশ হয়ে এসেছেন এস ইউ সি আই (সি)-র স্টলে। কমরেড শিবদাস ঘোষের 'কেন এস ইউ সি আই (সি) ভারতের মাটিতে একমাত্র সাম্যবাদী দল'— এই বিখ্যাত বইটি বিশেষ করে চেয়ে নিলেন। বামপন্থী আন্দোলনের দুর্দশায় পথ খোঁজা মানুষজন নিয়েছেন, 'বামপন্থার সঙ্কট', 'ভারতে বিপ্লবের স্তর নির্ধারণে সিপিআই-সিপিএম-সিপিআই (এম এল)-এর সাথে এস ইউ সি আই (সি)-র পার্থক্য কী ও কেন' বইগুলি। হাওড়া স্টেশন চত্বরে 'মহান স্ট্যালিন' বইটি নিয়েছেন অনেকেই।

একই ঘটনা পুরুলিয়ায়। বান্দোয়ান, রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া শহরের স্টলে এসে অনেকেই বেছে বেছে নিয়েছেন কমরেড শিবদাস ঘোষের মৌলিক রচনা 'মার্কসবাদ ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের কয়েকটি দিক', 'সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ও বেকার সমস্যার সমাধান কোন পথে' ইত্যাদি। এক শিক্ষক তাঁর ছাত্রকে পাঠিয়েছেন দলের স্টল কোথায় হয়েছে খুঁজতে। তারপর তিনি এসে দু'হাজার টাকার বই কিনে নিয়ে বলেন, আমার

ছয়ের পাতায় দেখুন

হরিয়ানায় মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে বিক্ষোভ

হরিয়ানার বিজেপি সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে ৪ অক্টোবর হাজার হাজার মানুষ কারনালে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তাঁরা সুসজ্জিত বিশাল মিছিল করে গিয়ে স্মারকলিপি পেশ করেন, তা গ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ প্রতিনিধি। স্মারকলিপিতে বেকারদের চাকরি, শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন ১৮০০০ টাকা, মূল্যবৃদ্ধি রোধ, শিক্ষা-চিকিৎসা-বিদ্যুৎ-জল সরবরাহে বেসরকারিকরণ বন্ধ করা, নারী নির্যাতন এবং জাতপাত-সাম্প্রদায়িকতা-প্রাদেশিকতা বন্ধ করার দাবি জানানো হয়।

বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই (সি) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তথা হরিয়ানা রাজ্য সম্পাদক কমরেড সত্যবান এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

কুলতলী বিডিওতে শ্রমিক-কৃষক অভিযান

এ আই ইউ টি ইউ সি এবং এ আই কে কে এম এস-এর কুলতলী ব্লক কমিটির উদ্যোগে ২৯ সেপ্টেম্বর কুলতলী বিডিও অভিযান হয়। সকল নির্মাণ শ্রমিকের সরকারি পরিচয়পত্র, সারা বছরের কাজ ও সমস্ত রকম সরকারি সাহায্য প্রদান, মৎস্যজীবীদের উপর বনদপ্তরের অত্যাচার বন্ধ ও দলিল দেওয়া, মোটরভ্যান চালকদের লাইসেন্স ও পরিবহণ শ্রমিকের স্বীকৃতি, আইসিডিএস ও আশা কর্মীদের সরকারি কর্মীর মর্যাদা, বিড়ি-জরি-দর্জি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি ও সরকারি সাহায্য প্রদান, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ফসলের ক্ষতিপূরণ ও ন্যায্য দাম, সস্তা দরে সার-বীজ সরবরাহের দাবিতে ছিল এই অভিযান। বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা কমরেড অচিন্ত্য সিনহা, প্রাক্তন বিধায়ক জয়কৃষ্ণ হালদার প্রমুখ শ্রমিক ও কৃষক নেতৃবৃন্দ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের অবস্থান

অবিলম্বে ৬ষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ পেশ, হেল্‌থ স্কিমের হয়রানি বন্ধ, আলিপুর বি জি প্রেসের সমস্ত জমি বিক্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল, ৫০ শতাংশ ডিএ প্রদান ও স্থায়ী আদেশনামা প্রকাশ, সমস্ত শূন্যপদে নিয়োগ সহ বিভিন্ন দাবিতে ২০ সেপ্টেম্বর বিবাদী বাগের বেঙ্গল চেম্বার্স অব কমার্সের সামনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের উদ্যোগে অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়। বক্তব্য রাখেন কমরেডস জয়দেব বেরা, জুড়ান বাড়ুই, আশিস দাস, সন্তোষ মহন্ত প্রমুখ। বি জি প্রেসের জমি বিক্রির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরে প্রেরিত স্মারকলিপি পাঠ করেন কলকাতা জেলার সম্পাদক তথা কেন্দ্রীয় সহ সম্পাদক কমরেড সুনির্মল দাস। বক্তব্য রাখেন সম্পাদক সত্যেন মজুমদার, কেন্দ্রীয় যুগ্ম সম্পাদক কমরেড শুভাশীষ দাস। সভায় সভাপতিত্ব করেন রাধারমণ দত্ত। অবস্থানে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন অর্জুন সেনগুপ্ত (নবপর্যায়), সৌমিত্র গুহ (আশা), পার্বতী পাল (নার্সেস ইউনিটি) এবং অনিন্দ্য রায় চৌধুরী (জেপিএ)।

বালুরঘাটে বিদ্যাসাগর স্মরণ

প্রোগ্রেসিভ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটির উদ্যোগে ২৬ সেপ্টেম্বর বালুরঘাট শিবতলীতে মহান মনীষী বিদ্যাসাগরের জন্মদিবস পালিত হয়। সভানেত্রী ছিলেন শিক্ষিকা আভা দত্ত। বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, ব্যাজ পরিধান, আলোচনা ও নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনটি পালিত হয়। সঞ্চালনা করেন সংগঠনের জেলা সম্পাদিকা কমরেড স্বপ্না মোদক।

মদ নিষিদ্ধের দাবিতে ওড়িশায় মহিলা বিক্ষোভ

ওড়িশার বিজু জনতা দল সরকার ৩,৩০০ কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ের ঘোষিত লক্ষ্য নিয়ে মদের ব্যাপক লাইসেন্স দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর তীব্র বিরোধিতা করে পথে নেমেছে অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন। সংগঠনের ডাকে ৩ অক্টোবর দুই হাজারেরও বেশি মহিলা রাজধানী ভুবনেশ্বরে তীব্র বিক্ষোভ দেখান। মিছিলে স্লোগান ওঠে, গণমাধ্যমে ইন্টারনেটে অশ্লীলতার প্রসার রোধ করতে হবে, নারী পাচারকারীদের শাস্তি দিতে হবে, আশা-অঙ্গনওয়াড়ি-মিড ডে মিল রাঁধুনী ও সহায়িকার মতো সমস্ত অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মচারীদের ন্যায্য দাবি পূরণ করতে হবে। সংগঠনের সহ সভাপতি কমরেড ছবি মহান্তির নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে স্মারকলিপি পেশ করে। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড স্বয়ংপ্রভা নায়ক সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সভা পরিচালনা করেন রাজ্য সভানেত্রী কমরেড বীণাপাণি দাস।

শারদীয় বুকস্টলের অভিজ্ঞতা

পাঁচের পাতার পর

ছাত্রদেরও পড়াব। এই বই সকলেরই পড়া দরকার। এক বামপন্থী যুবক স্টলে এসে বই কিনে বললেন, শুধু একবার কেন, আপনারা মাঝে মাঝেই স্টল করুন।

দলের সদ্যপ্রকাশিত 'ইতিহাসের দর্পণে সিঙ্গুর আন্দোলন ও এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)' বইটি কিনে অনেকেই বলেছেন, আপনারাই আন্দোলন শুরু করলেন, কিন্তু আপনাদের নাম মিডিয়া বলছেই না। বোঝা যায়, বুর্জোয়া মিডিয়া প্রচার না দিলেও মানুষের মনের গভীরে রয়েছে এস ইউ সি আই (সি)-র জায়গা।

কীসের জোরে এটা সম্ভব হল? এটা সম্ভব হয়েছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও ভারতে তার বিশেষীকৃত প্রয়োগ কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা অনুযায়ী কর্মীরা যতটা উন্নত চরিত্র অর্জন করতে পেরেছেন, গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে নতুন উন্নততর সংস্কৃতির প্রতিফলন যতটা ঘটাতে পেরেছেন তার দ্বারা। এই সংস্কৃতিই মানুষকে টানে। এই সংস্কৃতিই দল হিসাবে এস ইউ সি আই (সি)-কে স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাই সিপিআই (এম)-এর বন্ধুদের লক্ষ্য করে যখন একজন বলেন, 'কমিউনিস্ট পার্টি তো এখন একটাই, যাই এস ইউ সি আই (সি)-র স্টলে গিয়ে বসি', তখন এক ঐতিহাসিক সত্যই উচ্চারিত হয়।

বরাবরই এস ইউ সি আই (সি)-র স্টলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় বিক্রি হয় বিদ্যাসাগর, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রেমচাঁদ, ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, নেতাজি, সূর্য সেন প্রসঙ্গে মার্কসবাদী বিশ্লেষণ। এবারও হয়েছে। এদের জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে মার্কসবাদের ভিত্তিতে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক সংগ্রাম গড়ে তোলার কাজে এস ইউ সি আই (সি) নিয়োজিত। এই সংগ্রামে মানুষ আসছে, আসবেই। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, বেঁচে থাকার সংগ্রাম মানুষকে করতে হবেই। কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের কাছে প্রতিটি মুহূর্তই বিপ্লবী মুহূর্ত। শারদোৎসবের মুহূর্তকেও এভাবে এস ইউ সি আই (সি) বিপ্লবী চেতনার বিস্তারের সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করে। মানুষ যেখানে, সেখানেই কমিউনিস্টরা উপস্থিত গণমুক্তির চেতনা নিয়ে।

চিকিৎসায় সরকারি অব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামছে সার্ভিস ডক্টর্স ফোরাম

১০ সেপ্টেম্বর কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে সার্ভিস ডক্টর্স ফোরামের পক্ষ থেকে 'পরিকাঠামোর অপ্রতুলতা এবং চিকিৎসকদের উপর নির্মম অত্যাচার' শীর্ষক একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ এবং বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত হন আক্রান্ত চিকিৎসকেরাও। তাঁরা নিজেদের অভিজ্ঞতা ও ক্ষোভের কথা সভায় ব্যক্ত করেন। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস, সভাপতি ডাঃ প্রদীপ ব্যানার্জী, সহ সভাপতি ডাঃ দুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্তী, মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সর্বভারতীয় সহ সভাপতি এবং সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের অন্যতম উপদেষ্টা ডাঃ তরুণ মণ্ডল, ডাঃ বিশ্বনাথ পাড়িয়া, ডাঃ স্বপন ভট্টাচার্য প্রমুখ। কোষাধ্যক্ষ স্বপন বিশ্বাস সাম্প্রতিক কালে আক্রান্ত ডাক্তারদের একটি তালিকা প্রকাশ করেন।

সভায় বক্তারা বলেন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নের সরকারি মিথ্যা প্রচারের ফলে মানুষের মনে কাল্পনিক ধারণা তৈরি হয়েছে। বাস্তবে তা যখন তাঁরা পান না তখনই ক্ষোভে ফেটে পড়েন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিকিৎসক নিগ্রহের ঘটনায় দেখা যায় স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা এবং হাসপাতালের দালাল চক্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদত থাকে। আইন থাকা সত্ত্বেও পুলিশ কোনও আক্রমণকারীকেই জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তার করে না।

সুপ্রিম কোর্টের রায় উপেক্ষা করে (রোগীর মৃত্যুর ক্ষেত্রে) চিকিৎসকের বিরুদ্ধে ৩০৪ ধারায় মামলা রুজু করা হচ্ছে। বদলি, পদোন্নতি, পোস্টিং নিয়ে চিকিৎসকদের একাংশ প্রশাসনিক সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছেন। টি আর-এ এম ডি/এম এস করার পরেও ডব্লিউ বি এইচ এস বা ডব্লিউ বি পি এইচ অ্যান্ড এ এস থেকে চিকিৎসককে ডব্লিউবিএমইএস-এ যেতে দেওয়া হচ্ছে না।

সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস ঘোষণা করেন, চিকিৎসকদের উপর নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদের লাগাতার আন্দোলনে যেতে হবে। এই বিষয়ে সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে আমরা মাননীয় রাজ্যপালের নিকট দাবি সনদ জমা দেব। দুর্গোৎসবের পরে ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনগুলিকে সঙ্গে নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলন করা হবে।

কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে রাজ্যকে

একের পাতার পর

নামকরা পুজো মানে অমুক কোম্পানির স্পনসরড পুজো। গোটা পুজো চত্বর তাদের পণ্যের বিজ্ঞাপনে বোঝাই। বোঝাই যায় না, পুজো মণ্ডপ না কোম্পানির শোরুম। এর শুরু সিপিএমের আমল থেকেই। বামপন্থী নামাবলি গায়ে থাকায় তাঁরা করতেন একটু আড়ালে থেকে। এখন একেবারে খোলাখুলি। আগে পুজোর উদ্বোধন করানো হত সমাজের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের বিশিষ্ট মানুষদের দিয়ে। এখন উদ্বোধকের তালিকায় 'পাওয়ারফুল' বা শক্তিমানরা। সরকারি দলের স্ট্যাম্প থাকা দরকার শক্তিমান হতে গেলে। মণ্ডপ-চত্বর জুড়ে দিদির ছবি দাদার ছবির ছড়াছড়ি। একই সাথে রাজনৈতিক উপস্থিতিটাও মানুষকে বুঝিয়ে দেওয়া যাচ্ছে। পুজো যত দীর্ঘায়িত, এমন উপস্থিতিও ততই দীর্ঘ।

এ সবকেও ছাড়িয়ে গেল এবারে মুখ্যমন্ত্রীর কার্নিভালের আয়োজন। কলকাতা শহরের ৩৯টি পুজোর প্রতিমা এবং ট্যাবলোর শোভাযাত্রা দেখানোর জন্য রেড রোডে তৈরি করা হল দশ হাজার লোকের বসার উপযোগী গ্যালারি। নেতা-মন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রী-অভ্যাগতদের জন্য বিশাল মঞ্চ। আলোর ব্যবস্থা, তোরণ, ওয়াচ টাওয়ার, রেড রোডের সংযোগকারী রাস্তাগুলিতেও আলোর ব্যবস্থা। সব মিলিয়ে রাজসূয় আয়োজন। শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দেড় হাজার পুলিশ, ৯ জন ডেপুটি কমিশনার পদের অফিসার, উপস্থিত নগরপাল স্বয়ং। ছিলেন মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি। বিসর্জন দেখতে চাঁদের হাট। মঞ্চে এঁদের সকলের পিছনে মুখ্যমন্ত্রীর বিশাল ছবি। দুর্গা প্রতিমার শোভাযাত্রা প্রদর্শনীর মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি কেন? সরকারি টাকায় এমন মোচ্ছব কার বদান্যতায় হল, উপস্থিত জনতাকে সেটা না দেখালে সব হিসেবই তো মাটি।

দায়িত্বশীল নাগরিকরা সর্বত্রই এ প্রশ্ন তুলছেন যে, দশ দিন পুজোর পর কয়েক কোটি সরকারি টাকা অর্থাৎ জনগণের টাকা ব্যয় করে নতুন করে এই শোভাযাত্রার আয়োজনের কি খুব দরকার ছিল! উৎসব মানুষের জীবনে প্রয়োজন। দৈনন্দিন একঘেয়ে কাজের মধ্যে উৎসব মানুষকে নতুন করে সঞ্জীবিত করে, কাজে উদ্দীপ্ত করে। কিন্তু যদি সেই কর্মসংস্থানেরই একান্ত অভাব ঘটে, তখন মানুষের কাছে দীর্ঘ উৎসবটাই হয়ে পড়ে ক্লান্তিকর। সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা এ-সব জানেন না এমন নয়। তাঁরা জানেন, রাজ্যে এক কোটির বেশি নথিভুক্ত বেকার। সেই বিরাট বেকার বাহিনী কাজের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে। রাজ্যে কোথাও একটা নতুন কল-কারখানা তৈরি হচ্ছে না। প্রায়ই কোথাও না কোথাও কারখানা বন্ধ হয়ে কাজ হারানো শ্রমিকের দল সেই বেকার বাহিনীকে স্ফীত করছে। চাষির ফসলের দাম নেই। আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেই চলেছে। জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে হু হু করে। পুজোকে অজুহাত করে বেড়েছে কালোবাজারিদের রমরমা। সরকারি উদ্যোগে মদের ঢালাও বন্দোবস্ত পুজোয় কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। উৎসবের মধ্যেও মহিলাদের উপর নির্যাতন, পাচার, খুন, ধর্ষণের বিরাম নেই। আর্সেনিক দূষণ সারা রাজ্যের সাথে মহানগরীতেও বিপজ্জনক অবস্থায়। ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হাজার হাজার মানুষ। সরকারি গোপনীয়তা ভেদ করে অসংখ্য মৃত্যুর ঘটনা প্রকাশ্যে আসছে। অথচ এক পক্ষকাল ধরে সরকার এবং তার প্রশাসন আনন্দ-উল্লাসে মেতে থাকল উৎসবের নাম করে।

সরকারি দপ্তরগুলি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা এমনিতেই অত্যন্ত তিক্ত, সেখানে আঠারো মাসে বছর। মুখ্যমন্ত্রী পুজো উপলক্ষে দশ দিন সরকারি ছুটি ঘোষণা করেছিলেন। এই দীর্ঘ ছুটি সাধারণ মানুষকে আরও নাজেহাল অবস্থার মধ্যে ফেলেছে। হাসপাতালগুলিতে প্রয়োজনীয় ডাক্তার নেই, নার্স নেই, টেকনিশিয়ান নেই, ওষুধ নেই। সিনিয়ার ডাক্তাররা বেশিরভাগই ছুটিতে। দুঃস্থ কোনও রোগীকে একটু সরকারি সুবিধে বা ছাড়ের জন্যও স্বাস্থ্যদপ্তরে ছুটতে হয়। অথচ তার কোনও উপায় নেই, কারণ দপ্তর বন্ধ। সরকারি অফিসাররা সব মুখ্যমন্ত্রীর সাধের কার্নিভাল সফল করতে দিনরাত এক করছেন। বাকি কাজ তা হলে আর কে করবে! রাজ্যে বিরাট অংশের মানুষ দৈনিক রোজগারের উপর নির্ভরশীল। উৎসবের নামে সমস্ত সরকারি কাজকর্ম বন্ধ, মহানগরী স্তব্ধ। বাইরে যখন চোখ ধাঁধানো আলোকমালা, এক বিরাট অংশের মানুষের ঘরের ভিতরে তখন জমাট বাঁধা বিষাদের অন্ধকার। মন্ত্রীরা কি খবর রাখেন যে এমন কত মানুষ সন্তানের হাতে একটা নতুন পোশাক তুলে দিতে পারেননি। উৎসবে যোগ দেওয়া দূরের কথা কত জন দুবেলার অন্নটুকুও জোগাড় করতে পারেননি। এই মানুষরাই সরকারের কাছে বাঁচার দাবি জানাতে একদিন ধর্মঘট করলে মুখ্যমন্ত্রী কোমর বেঁধে নেমে পড়েন তা ভাঙতে, অথচ সরকারি ক্ষমতার জোরে দিনের পর দিন মানুষের রুটি-রুজি কেড়ে নিতে তাঁর এতটুকু বাধল না কেন!

মুখ্যমন্ত্রীর ফরমায়েস পালন করতে গিয়ে পুজো কমিটিগুলির বিসর্জনের খরচ দ্বিগুণ কিংবা তারও বেশি হয়ে গেছে। স্বাভাবিক ভাবেই তাদের দাবি সরকার এই বাড়তি খরচও মিটিয়ে দিক। সরকার এমনিতেই ক্লাব, মেলা, হরেক পুরস্কারে দেদার টাকা বিলোচ্ছে। এতে সেই খরচ আরও বাড়বে। মুখ্যমন্ত্রী থেকে পাড়ার ছোট নেতা, সকলেই আর্থিক সংকটের গাওনা গেয়ে চলেছেন। রাজস্ব বাড়ানোর অজুহাতে মদের ঢালাও লাইসেন্স দিয়ে চলেছে সরকার। অথচ সরকারি কোষাগারের টাকা কোনও স্থায়ী উন্নয়নের কাজে না লেগে লাগছে মেলা-উৎসবের এমন অপচয়ে। স্বাভাবিক ভাবেই মানুষ সর্বত্র প্রশ্ন তুলছে, এই অপচয় কি চলতেই থাকবে? মানুষ কতদিনই বা মেনে নেবে সস্তা জনপ্রিয়তা পাওয়ার জন্য উৎসবের নামে এই ভেলকিবাজি!

ঘাটশিলায় শিক্ষাশিবির

রাজ্যের সকল স্তরের শিক্ষকদের দু'দিন ব্যাপী রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির গত ১৩-১৪ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হল ঘাটশিলার 'মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারা শিক্ষাকেন্দ্র'-এ। পরিচালনা করেছেন দলের

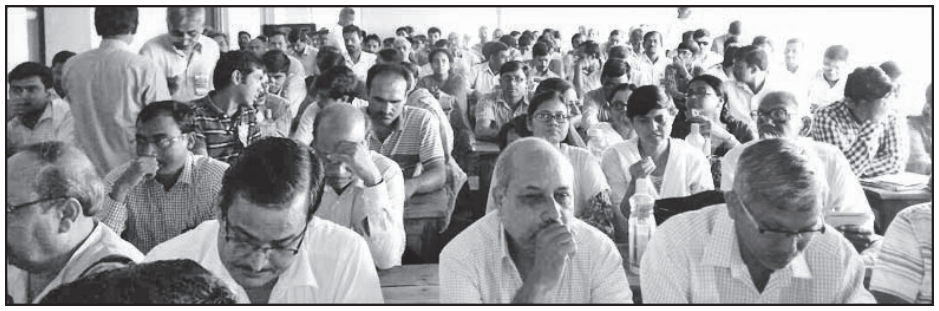

কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু। বিষয়বস্তু ছিল— নভেম্বর বিপ্লবের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য, ১০ম নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকীতে কমরেড স্ট্যালিনের ভাষণ এবং কমরেড শিবদাস ঘোষের 'কমিউনিস্ট চরিত্র গড়ে তোলার সংগ্রামের কয়েকটি দিক' বইটি। অংশগ্রহণকারী কমরেডদের জমা দেওয়া প্রশ্নের ভিত্তিতে বিভিন্ন কমরেড আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সবশেষে কমরেড সৌমেন বসু আলোচনা করেন। উপস্থিত প্রায় দু'শত কমরেডের মধ্যে এই রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির খুবই উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে।

শুধু আইন পাশ করিয়েই হবে না

একের পাতার পর

নেই। অতীতে কোনও সময় যদি ধর্মের অনুষঙ্গ হয়ে বিশেষ পরিস্থিতিতে এ সব প্রথা এসেও থাকে, মানবসমাজ সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে তাকে বদলও করেছে, যেমন ধর্মীয় আচরণেরও সংস্কার করা হয়েছে। না হলে বিশ্বের মুসলিম প্রধান দেশগুলি তালাক প্রথা বাতিল করল কী করে? পাকিস্তান, বাংলাদেশ সহ কমপক্ষে ২২টি মুসলিম প্রধান রাষ্ট্র এই প্রথায় পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ পরিবর্তন এনেছে। টিউনিশিয়া, আলজিরিয়া, মালয়েশিয়ার মতো দেশ আদালতের বাইরে কোনও 'তালাক' বা 'বিবাহ-বিচ্ছেদ'কে নিষিদ্ধ করেছে। ইরাকে এই প্রথার অস্তিত্বই নেই। কিন্তু ভারতের মতো দেশ যা হিন্দুপ্রধান হয়েও জাত-পাতের বিচার দূর করতে পারেনি, বিধবা-বিবাহের আইন থাকা সত্ত্বেও সমাজকে দিয়ে তা গ্রহণ করাবার কোনও চেষ্টা করতে পারেনি, ভিন্ন জাতে বিবাহকে যে হিন্দু সমাজ ঘৃণার চোখে দেখে, সেই দেশে হঠাৎ শাসকরা যদি মুসলিমদের তালাক প্রথা বাতিল করার জন্য তৎপর হয়, তবে তাকে সুপ্রচেষ্টা বলে সমর্থন জানানো মুশকিল। হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী বিজেপি-র তৎপরতাকে সৎ গণতান্ত্রিক উদ্দেশ্য হিসাবে ধরা যেত যদি তারা সর্বপ্রথম হিন্দু সমাজের মধ্যে আজও যে অগণতান্ত্রিক জঘন্য প্রথাগুলি মহাবিক্রমে বহাল রয়েছে, সেগুলি দূর করতে অগ্রণী হত। মুসলিম নারীদের অসহায়তায় বিলাপ করছেন যে নেতারা, প্রতিনিয়িত হিন্দু ঘরের যে মেয়েরা ধর্ষিতা হচ্ছেন নিগৃহীত হচ্ছেন নিহত হচ্ছেন তাঁদের প্রতি ওই নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী? দিল্লির নির্ভয়া কাণ্ডের পর আর এস এস নিদান দিল আধুনিক মেয়েরাই এজন্য দায়ী, তারা কেন সন্ধ্যার পর ঘরের বাইরে বেরোবে। 'মেয়েদের পক্ষে রান্নাঘরই শ্রেয়', এই হিটলারি নিদান তো এদেশে আর এস এস নেতার কণ্ঠেই ধ্বনিত হতে শুনেছি আমরা।

তাই তালাক প্রথার বিলোপ কাম্য হলেও বিজেপির এ জন্য তৎপরতা অশুভ উদ্দেশ্যে, ভোটের স্বার্থে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ ঘটানোর মতলবে। এ কথা ঠিক এবং আশাব্যঞ্জক যে, মুসলিম মহিলাদের মধ্য থেকেই 'তিন তালাক' প্রথা বিলোপের দাবি উঠেছে, তাদের একটি সংগঠন এ নিয়ে স্বাক্ষর সংগ্রহ করে জনমত গড়ছে। তাঁরাই এই প্রথা বাতিলের দাবি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে। কিন্তু তাঁরা যে যন্ত্রণা থেকে মহৎ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে তৎপর হয়েছেন, বিজেপি-সংঘ পরিবারের অভিপ্রায় ঠিক তার বিপরীত। এই প্রথার বিলোপ ঘটিয়ে মুসলিম নারী সমাজকে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়া বিজেপির লক্ষ্য নয়, এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে হইচই বাধিয়ে ভোটের আগে হিন্দুত্ববাদের জয়ধ্বজা ওড়ানো তার লক্ষ্য। যা অতি ভয়ঙ্কর ও সর্বনাশা।

কোনও দেশে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে একই রকম দেওয়ানি আইন থাকবে এটাই সভ্যতা ও গণতান্ত্রিকতার দাবি। ভারতবর্ষেও তেমনটাই হোক এটাও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ও গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ চাইবেন। কিন্তু কী ভাবে? সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে শুধু পার্লামেন্টে আইন পাশ করিয়ে এ কাজ করলে তা কখনওই মুসলিম সমাজের কাছে গ্রহণীয় হবে না। মুসলিম সমাজের মধ্য থেকেই সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলে এই পরিবর্তন ঘটাতে হবে— যার সূচনা দেখা যাচ্ছে।

অস্ত্র যখন পণ্য যুদ্ধ তখন বিজ্ঞাপন

একের পাতার পর

আমেরিকা। ভারতকে বলছে পাশে আছি, আবার পাকিস্তানের কাছে বিপুল অস্ত্র বিক্রি চালিয়ে গিয়েছে পেন্টাগন। এমনই মনে করছেন সামরিক বিশেষজ্ঞরা। ...

গোটা দুনিয়া তাকিয়ে ভারত-পাক সীমান্ত যুদ্ধের আবহের দিকে। চারদিকে হাজার হাজার কোটি টাকার অস্ত্র ব্যবসার গন্ধ। পাকিস্তানের দরজায়ও টোকা মারছে চীন, রাশিয়া। ইতিমধ্যে চীনের পক্ষ থেকে পাকিস্তানকে ২৫০টি জে এফ -১৭ যুদ্ধ বিমান দেওয়ার চুক্তি হয়েছে ...

অস্ত্রের কারবারিরা চায়, বিশ্বজোড়া সামরিক আধিপত্য। চায় পৃথিবীর প্রত্যেক কিলোমিটার জমিতে থাকবে তাদের যুদ্ধ বিমান-মিসাইল। প্রতি ইঞ্চি জমি থাকবে তাদের বিক্রি করা ক্ষেপণাস্ত্র পাল্লার মধ্যে। তার জন্য চাই দুনিয়া জুড়ে যুদ্ধের 'বিজ্ঞাপন'!

(২ অক্টোবর ২০১৬, বর্তমান পত্রিকায় প্রকাশিত মৃণালকান্তি দাসের প্রবন্ধের অংশ)

'শক্তিধর' ভারতে ভাত জোটে না সাড়ে ২১ কোটি মানুষের

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর ৫৬ ইঞ্চি বুকের ছাতি চাপড়ে প্রায়ই ঘোষণা করেন, তাঁদের হাত ধরে ভারত খুব শিগগিরই বিশ্বের অন্যতম শক্তিধর দেশ হতে চলেছে! আর্থিক বৃদ্ধির বিরাট অংক দেখিয়ে সরকারি নেতা-মন্ত্রীদের ঢাক পেটানো আর মাঝে মাঝেই হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে বিদেশ থেকে অতি-আধুনিক যুদ্ধ-উপকরণ কেনার বহর দেখে মনে হয়, পৃথিবীর যে কোনও যুদ্ধ জয় করার শক্তি রাখে ভারত। কিন্তু শত্রু যদি থাকে ঘরের মধ্যে? যুদ্ধ যদি হয় ক্ষুধার বিরুদ্ধে? সে যুদ্ধে কিন্তু গো-হারা নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর দলবল! বিশ্ব ক্ষুধা সূচক তথা গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্সের তথ্য বলে দিয়েছে সে কথাই। তাদের সম্প্রতি প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, দারিদ্র এবং ক্ষুধার নিরিখে গোটা বিশ্বের ১১৮টি উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে ভারত রয়েছে একেবারে নিচের দিকে — ৯৭তম স্থানে! রিপোর্ট বলছে, এ দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ পেট ভরে খেতে পায় না! সংখ্যাটা সাড়ে ২১ কোটি! দেশ মানে যদি হয় দেশের মানুষ, তা হলে না মেনে উপায় নেই— এই যুদ্ধে মোদি সরকার লড়াই দূরের কথা, পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করে বসে আছে। কিন্তু মোদিজিরা দেশ বলতে কি আদৌ দেশের মানুষকে বোঝেন?

আন্তর্জাতিক খাদ্য নীতি গবেষণা সংস্থা প্রতি বছর গোটা বিশ্বের ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যার হিসাব প্রকাশ করে। তাদের এ বছরের হাঙ্গার ইনডেক্সের হিসাব ভারতের শুধু বিপুল সংখ্যক না-খেতে পাওয়া মানুষের কথা বলেছে তাই নয়, দেখিয়েছে, এ দেশের ৫ বছরের কম বয়সী ৩৯ শতাংশ শিশুই অপুষ্টির শিকার। এখানে প্রতি ১০০ জন শিশুর মধ্যে প্রায় ৫ জন পাঁচ বছর বয়সে পৌঁছবার আগেই মারা যায়। দারিদ্র ও অপুষ্টির কী ভয়ঙ্কর চেহারা! স্বাধীনতার পর কেটে গেছে প্রায় সত্তরটা বছর। আজও পরিপূর্ণ জীবন কাটানো দূরে থাক, পেট ভরানোর ভাতটুকুও জোটে না বিপুল সংখ্যক মানুষের। সত্যিই শক্তিধর এ দেশ! আরও উল্লেখযোগ্য, এশিয়ার মধ্যে একমাত্র পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের পরিস্থিতি ভারতের চেয়ে খারাপ। চীন, নেপাল, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা, এমনকী প্রতিবেশী বাংলাদেশও ক্ষুধাতুর মানুষের সংখ্যার বিচারে ভারতের থেকে ভাল অবস্থানে। একমাত্র নাইজার, চাড, ইথিওপিয়ার মতো আফ্রিকার চরম দুর্দশাগ্রস্ত কয়েকটি দেশ পড়ে রয়েছে ভারতের পিছনে। শুধু তাই নয়, ক্ষুধা সূচকের গড় হিসাবেও তথাকথিত উন্নয়নশীল দেশগুলির থেকে পিছিয়ে রয়েছে এই দেশ। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের ক্ষুধা সূচকের গড় মান যেখানে ২১.৩, সেখানে ভারতের গড় ২৮.৫।

তবে এর পরেও নরেন্দ্র মোদিরা দেশের উন্নয়ন নিয়ে গর্ব করতেই পারেন। কারণ, এই একই সময়ে চীনের হুরুন সংস্থার তৈরি করা বিশ্ব ধনকুবেরদের তালিকা 'হুরুন গ্লোবাল রিচ লিস্ট'-এ নাম উঠেছে ভারতের আরও ২৭ জন শতকোটিপতি (বিলিয়নেয়ার) পুঁজিমালিকের। এ দেশে এখন ১১১ জন শতকোটিপতির বাস এবং এই অল্প কয়েকজন ধনকুবেরের হাতের মুঠোতেই রয়েছে দেশের মোট সম্পদের অর্ধেকেরও বেশি অংশ — ৫৪ শতাংশ! গত এক বছরে এদের সম্পদের বৃদ্ধি ঘটেছে শতকরা ২৫ শতাংশ।

রাষ্ট্রসংঘের ২০১৪-'১৫ সালের হিসাবে এই ভারতেই রয়েছে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ক্ষুধার্ত মানুষ। না খেতে পেয়ে অপুষ্টিজনিত অসুখে ভুগে মরছে তারা। রুগ্ন কঙ্কালসার শিশু কোলে নিয়ে কাঁদছে হাজার হাজার মা। খিদেয় কাতর সন্তানের মুখে তুলে দেওয়ার মতো খাবার নেই ঘরে। কেন? খাদ্যশস্যের উৎপাদনে ভারত তো পিছিয়ে নেই! সরকারি হিসাবেই দেখা যাচ্ছে, দেশের সমস্ত মানুষের মুখে তুলে দেওয়ার মতো খাদ্য উৎপাদনে ভারত আজ সক্ষম। কিন্তু চড়া দাম দিয়ে সেসব কেনার পয়সা নেই কোটি কোটি দরিদ্র নিম্নবিত্ত মানুষের। দিনরাত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিশ্রম করেও পরিজনদের সবার মুখে খাবার তুলে দিতে পারছে না তারা। যে মানুষগুলির হাড়ভাঙা পরিশ্রমে গোটা দেশ সচল রয়েছে, তাদের পরিপূর্ণভাবে জীবন উপভোগের সুযোগ করে দেওয়া দূরে থাক, বেঁচে থাকার ন্যূনতম প্রয়োজনটুকুও মেটাবার দায় নেই সরকারের। সর্বোচ্চ মুনাফা লুটের এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় খাদ্যশস্যও নিছক ব্যবসার পণ্যই। শুনলে চমকে উঠতে হয়, একদিকে মানুষ যখন খেতে পাচ্ছে না, তখন সরকারি অবহেলায় গত তিন বছরে ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার গুদামগুলিতে পড়ে থেকে থেকে পচে নষ্ট হয়ে গেছে ৪৬ হাজার ৬৫৮ টন খাদ্যশস্য! হিসাব বলছে, এই পরিমাণ খাদ্যশস্যে ৮ লক্ষ পরিবারের পেট ভরানো যেত।

এর পরেও দিবারাত্র উন্নয়নের ঢাক পিটিয়ে বেড়াতে লজ্জা হয় না মোদি সরকারের নেতা-মন্ত্রীদের। বাস্তবে দেশ বলতে এঁরা এইসব অর্ধভুক্ত অভুক্ত কোটি কোটি খেটে-খাওয়া মানুষকে বোঝেন না। দেশ মানে এঁদের কাছে আম্বানি-আদানি-গোয়েঙ্কাদের মতো শিল্পপতিরা, যাদের ক্রমাগত বেড়ে চলা মুনাফার ভাণ্ডারের দৌলতে দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হারের অংক বাড়তে থাকে। তল্পিবাহক সরকার এদেরই স্বার্থে যাবতীয় আইন-কানুন-নীতি নির্ধারণ করে। এদের আরও আরও মুনাফা লুটের সুযোগ করে দেয়। সেই মুনাফা তৈরির হাড়িকাঠের বলি দেশের কোটি কোটি মেহনতি মানুষ, যারা নিজেদের ঘাম-রক্তে ভরে তোলে পুঁজিপতিদের অর্থভাণ্ডার। নিজেরা মরে না খেতে পেয়ে, অপুষ্টি অনাহারের উত্তরাধিকার সন্তানদের উপর চাপিয়ে রেখে। ওদিকে সভা-সমাবেশের মঞ্চে মঞ্চে নরেন্দ্র মোদিরা 'মহান' ভারতের, 'খুশিয়াল' ভারতের ফানুস ওড়ান। সেই ফানুসই ফুটো করে দিল গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্সের এ বছরের হিসাব।

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS/138/2016-18

খসড়া জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১৬ বাতিলের দাবিতে
হাজার হাজার ছাত্রের পার্লামেন্ট অভিযান

কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা। আগরতলা থেকে আমেদাবাদ। ২৭ সেপ্টেম্বর ভারতের ২৩টি রাজ্য থেকে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী এ আই ডি এস ও-র ডাকে সমবেত হয়েছিল দিল্লির রামলীলা ময়দানে। এসেছিল বিজেপি সরকারের খসড়া জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১৬ বাতিল করার দাবিতে। তাদের দাবি, প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালু করতে হবে, শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ-বেসরকারিকরণ বাতিল করতে হবে, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের বিকৃতিকরণ বন্ধ কর, সেমেস্টার সিস্টেম, রুসা বাতিল কর। রামলীলা ময়দান থেকে মিছিল শুরু হয়ে পৌঁছায় পার্লামেন্ট স্ট্রিটে। সেখানে বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন কমরেডস ভি এন আর শেখর (কর্ণাটক), অংশুমান রায় (পশ্চিমবঙ্গ), প্রোজ্জ্বল দেব (আসাম), কানাই বারিক (ঝাড়খণ্ড), রোশন কুমার রবি (বিহার), সচিন জৈন (মধ্যপ্রদেশ), ই এন সান্থিরা (কেরালা), গঙ্গাধর (অন্ধ্রপ্রদেশ-তেলেঙ্গানা), মুকেশ সেমওয়াল (উত্তরাখণ্ড), শিবাশিস প্রহরাজ (ওড়িশা), মহেন্দ্র কুমার (ছত্তিশগড়), প্রকাশ শর্মা (সিকিম), মৃদুল সরকার (ত্রিপুরা), দীপক দাহিয়া (রাজস্থান), বিজেন্দ্র রাজপুত (মহারাষ্ট্র), হরিশ কুমার (হরিয়ানা), জগসের সিং (পাঞ্জাব) প্রমুখ ছাত্র নেতৃবৃন্দ। প্রধান বক্তা সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড অশোক মিশ্র কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলির শিক্ষাস্বার্থবিরোধী নীতির বিরোধিতা করে তীব্র ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। সভাপতিত্ব করেন সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড কমল সাঁই।

২৮ সেপ্টেম্বর দিল্লির গালিব অডিটোরিয়ামে এ আই ডি এস ও-র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় শিক্ষা কনভেনশন। এখানে শিক্ষাজগতের ব্যক্তিত্বরা তাঁদের সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন। দিল্লির জাকির হোসেন কলেজের অধ্যাপক নরেন্দ্র শর্মা, সর্বশিক্ষা অভিযান, রুসা, সিবিসিএস এবং বিশ্বব্যাঙ্কের অর্থানুকুল্যে চালু বিভিন্ন শিক্ষাস্বার্থবিরোধী প্রকল্পের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, শিক্ষার স্বার্থেই পাশ-ফেল প্রথা ফিরিয়ে আনা জরুরি। জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক অজয়কুমার পট্টনায়েক বলেন, সরকার শিক্ষায় পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করছে না। ছাত্রদের অধিকারগুলি কীভাবে হরণ করা হচ্ছে তিনি তা তুলে ধরেন। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক নন্দিতা নারায়ণ সিবিসিএস-কে অবৈজ্ঞানিক আখ্যা দিয়ে বলেন, এর মধ্য দিয়ে সুসংহত শিক্ষা গড়ে উঠবে না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিওলজি বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি মুখার্জী বলেন, বিজেপি সরকারের খসড়া জাতীয় শিক্ষানীতি সম্পূর্ণ ব্যুরোক্রেটিক, এতে ছাত্রদের সমস্যা সমাধানের কোনও দিশা নেই। তিনি বলেন, সংস্কৃত ভাষাকে আবশ্যিক করা বা বৈদিক গণিত প্রবর্তন ছাত্রসমাজের মধ্যে অবৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণা গড়ে তুলবে। এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন প্রখ্যাত লেখক রানু বৈশ্য, অধ্যাপক হেমন্ত শাহ, অধ্যাপক দীনেশ বৈশ্য, এ আই ডি এস ও-র সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড কমল সাঁই, সম্পাদক কমরেড অশোক মিশ্র সহ বিভিন্ন বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। ২৩টি রাজ্যের ৭০০ জন প্রতিনিধি কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন।

রেশনে কেরোসিনের কোটা কমানোর প্রতিবাদ জানাল এস ইউ সি আই (সি)

দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৯ সেপ্টেম্বর এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, "বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার আবারও রেশনে কেরোসিনের কোটা গড়ে ২৫ শতাংশ কমিয়েছে। আসাম, বিহার এবং উত্তর প্রদেশে সর্বোচ্চ ৩৬ শতাংশ কমানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এর পরিমাণ ১৭.৩ শতাংশ কমিয়ে ৮০ কিলোলিটার থেকে ৫৮.৬৮৮ কিলোলিটার করা হয়েছে। পয়লা অক্টোবর থেকে এই নির্দেশ কার্যকর হবে। কেন্দ্রীয় সরকার কেরোসিনে ভর্তুকি কমিয়ে দিয়ে তেল কোম্পানিগুলিকে খোলা বাজারে কেরোসিন বিক্রি বাড়াতে পরামর্শ দিয়েছে। গণবণ্টন ব্যবস্থার পরিবর্তে বেসরকারি মালিকদের হাতে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের বিক্রির অধিকার এভাবেই তুলে দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার।

আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি, সরকারের এই সিদ্ধান্তে পুঁজিপতি এবং তেল কোম্পানির মালিকরা জনগণকে আরও পিষে মারবে। তাদের উপর আর্থিক আক্রমণ আরও বাড়াবে। রেশন ব্যবস্থায় প্রতি লিটার কেরোসিন যেখানে ১৮ টাকায় পাওয়া যায়, খোলা বাজারে তার দাম ৫০ টাকা বা তারও বেশি। আমরা অবিলম্বে জনবিরোধী এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে কেরোসিন সহ প্রতিটি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যে ভর্তুকি বাড়ানোর দাবি জানাচ্ছি। সাথে সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবিতে শক্তিশালী গণ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছি।

পশ্চিমবঙ্গের চিত্তরঞ্জনে হিন্দুস্তান কেবল লিমিটেড কারখানা বন্ধের কেন্দ্রীয় সরকারি সিদ্ধান্তেরও আমরা নিন্দা করছি।"

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বন্ধ করার তীব্র প্রতিবাদ জানাল এ আই ইউ টি ইউ সি

এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য ২৯ সেপ্টেম্বর এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার ৬৪ বছরের পুরনো রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা হিন্দুস্থান কেবলস বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে উৎসবের মুখে ১,৩৩৩ জন শ্রমিকের পরিবারে নামিয়ে আনল অন্ধকার।' সংবাদে প্রকাশ, ২৮ সেপ্টেম্বর মন্ত্রীসভা হিন্দুস্থান কেবলস, ন্যাশনাল জুট ম্যানুফ্যাকচারিং কর্পোরেশনের তিনটি মিল, টায়ার কর্পোরেশন সহ মোট ১৭টি কারখানা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফলে কাজ হারাবেন হাজার হাজার শ্রমিক। বৃহৎ পুঁজির স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পকে রুগ্ন করে আজ তা বন্ধ করছে। পাশাপাশি রাজ্যে রেশনে কেরোসিন তেলের বরাদ্দ কমিয়ে খোলা বাজারে বরাদ্দ বৃদ্ধি করছে, গরিব মানুষের জন্য কেরোসিন দুর্মূল্য হচ্ছে। এই শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে তিনি সমস্ত স্তরের শ্রমিক-কর্মচারীকে জঙ্গি আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান এবং রাজ্যের সর্বত্র বিক্ষোভ কর্মসূচি পালনের আহ্বান জানান।

একই দিনে তিন মহিলার বিকৃত মৃতদেহ উদ্ধার
পূর্ব মেদিনীপুরে বিক্ষোভ

এ রাজ্যে নারী নির্যাতন ও হত্যা কী মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছেছে তার বীভৎস উদাহরণ দেখল পূর্ব মেদিনীপুর। ১৫ অক্টোবর তিন মহিলার বিকৃত দেহ মিলল জেলার তিনটি স্থানে। মুণ্ডহীন, বস্ত্রহীন পচাগলা দেহগুলি পড়েছিল নীলকুণ্ঠ্যা অঞ্চলের গড়কিল্লা গ্রামে, মহিষাদলের ভোলসারা গ্রামের এক ইটভাটায় এবং নন্দীগ্রামের মনুচক জলপাই গ্রামের রাস্তার ধারে। এলাকার মানুষের সন্দেহ মদ্যপ দুষ্কৃতীরাই অত্যাচার করে তরুণীদের খুন করেছে।

খুনিদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ১৬ অক্টোবর এ আই এম এস এস মেছেদায় বিক্ষোভ মিছিল করে। ১৭ অক্টোবর এস ইউ সি আই (সি)-র ডাকে পাঁচশতাধিক মহিলা সহ সহস্রাধিক মানুষ তমলুকে জেলাশাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখান এবং হলদিয়া-মেছেদা রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন। দলের জেলা সম্পাদিকা অনুরূপা দাস এবং রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড নন্দ পাত্রের নেতৃত্বে প্রায় ১ ঘন্টা অবরোধ চলে। পুলিশ অবরোধ তুলতে এলে বিক্ষোভকারীদের সাথে তাদের ধস্তাধস্তি হয়। ৫ সদস্যের প্রতিনিধি দল এডিএমের কাছে স্মারকলিপি দেয়। প্রতিনিধি দল বলে, খুনিদের এক সপ্তাহের মধ্যে গ্রেপ্তার করা না হলে জেলা জুড়ে বিক্ষোভ ও থানা ঘেরাও করা হবে।

কৃষকের ফসলের ন্যায্য দাম,
খেতমজুরের সারা বছরের কাজ ও
ন্যায্য মজুরি এবং কৃষি ও কৃষকের
উপর দেশি-বিদেশি পুঁজির আক্রমণ
প্রতিরোধে
কৃষক-খেতমজুর সংগঠনের
সর্বভারতীয় সম্মেলন
২৭-২৮ অক্টোবর, ভুবনেশ্বর, ওড়িশা
বক্তা ঃ কমরেড প্রভাস ঘোষ
সাধারণ সম্পাদক এস ইউ সি আই (সি)
উদ্বোধক ঃ কমরেড অসিত ভট্টাচার্য
সদস্য, পলিটব্যুরো, এস ইউ সি আই (সি)
এ আই কে কে এম এস

বেকারি, সাম্প্রদায়িকতা, অপসংস্কৃতি,
নারী নিগ্রহের বিরুদ্ধে ও
মদ নিষিদ্ধ করার দাবিতে
২২-২৪ অক্টোবর
সর্বভারতীয়
যুব সম্মেলন
মুক্তাকাশ মঞ্চ, পাটনা
২২ অক্টোবর প্রকাশ্য সমাবেশ
প্রধান বক্তা ঃ কমরেড সত্যবান কেন্দ্রীয়
কমিটির সদস্য, এস ইউ সি আই (সি)
ও অন্যান্য যুব নেতৃবৃন্দ
২৩-২৪ প্রতিনিধি অধিবেশন
সমাপ্তি ভাষণ ঃ কমরেড প্রভাস ঘোষ
সাধারণ সম্পাদক এস ইউ সি আই (সি)
অল ইন্ডিয়া ডি ওয়াই ও

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.sucicommunist.org